'খ্রিস্টবিশ্বাসী' মনে করতেন। অনেকে আবার 'ফাদার' (খ্রিস্টান ধর্মযাজক) বলেও ভুল করতেন।

সবুজ একজন আন্তধর্মীয় চেতনার মানুষ ছিলেন। ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি একজন মুসলমান। ধর্মীয় রীতি-নীতি কঠোরভাবে পালন করতেন। রোযা-নামাজ করতেন। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা। কোন ধর্মের মানুষকেই তিনি হেয় করে দেখতেন না। বাংলাদেশের প্রধান-প্রধান সবগুলো ধর্মপুস্তক তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে পাঠ করেছেন। জেনেছেন ধর্মের মূলতত্ত্ব-সত্য। তিনি যেহেতু খ্রিস্টধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন, সেহেতু তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রধান ধর্মীয় পুস্তক পবিত্র বাইবেল ভালমতই পাঠ করেছেন। শুধু কি তাই? তিনি খ্রিস্টধর্মের বিবর্তন, সংস্কার ও রীতি-নীতি ভালভাবেই আয়ত্ব করেছিলেন। ধর্মবিশ্বাস যে মানুষকে সংকীর্ণ করে না বরং নিজের ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ, মানবত্ব ও হৃদয়-মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করে সাইফুদ্দীন সবুজ ছিলেন তারই জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-বৃদ্ধ-এক কথায় সকলের সাথেই সহজে সখ্যতা গড়ে তুলতে পারতেন। আলাপচারিতায় একাকার হয়ে যেতে পারতেন। তিনি এক-দুই সপ্তাহের জন্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে চলে যেতেন। শ্রোতাদের অংশগ্রহণে রেডিও ভেরিতাসের নানা অনুষ্ঠান তৈরী করতেন। তিনি তাদের সাথেই থাকতেন, খাবার-দাবার খেতেন, ঘুমাতেন। তিনি শ্রোতাদের দিয়েই অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও রচনা করাতেন, কণ্ঠ ও অভিনয় করাতেন। অনুষ্ঠান পাত্ত-উপাত্ত প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। এগুলো দিয়ে ষ্টুডিওতে পরে তিনি অনুষ্ঠান তৈরী করতেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক লেখাও পাঠকদের উপহার দিতেন।

রেডিও'র অনুষ্ঠানমালা তৈরী করতে করতে সবুজ একজন ফটোগ্রাফারও হয়ে যান। ভিডিয়ো ক্যামেরার কাজও আয়ত্ত করে ফেললেন। বাণীদীপ্তি থেকে অনেকগুলো প্রামাণ্যচিত্র (Documentary) নির্মাণ করা হয়েছিল সবুজের সার্বিক তত্ত্বাবধানে। মূল্যবোধের ওপর নাটিকা নির্মাণে সবুজ সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু কি তাই? সবুজ গানও লিখেছেন। তাঁর লেখা গান দিয়ে একটি ক্যাসেটও প্রকাশিত হয়েছে। গান গাইতে শুনেনি কিন্তু গান ও মিউজিক সম্বন্ধে এর জ্ঞান ছিল প্রচুর। গান সংগ্রহ ছিল এক ধরনের নেশা। কোন ধরনের অনুষ্ঠানে কি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক প্রয়োজন সবুজ তা ভালভাবেই জানতেন। তাঁর বিপুল সংগ্রহশালা থেকেই গান সরবরাহ করতে পারতেন। অবাক হতাম সবুজের ত্বড়িৎ কর্ম দেখে।

সবুজ ভাল প্রশিক্ষক ছিলেন। মিডিয়ার উপর বক্তব্য-উপস্থাপনা, সভা-সেমিনার-কর্মশালা-প্রশিক্ষণ পরিচালনায় খুব দক্ষ ছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রাখতে পারতেন। সহজেই তাদের মত করেই উপস্থাপন করতে পারতেন। কলা-কৌশলগুলো খুব সহজ করে তিনি বুঝাতে পারতেন। অনেক সময় দেখেছি-প্রশিক্ষণের মধ্যেই সবুজ অংশগ্রহণকারীদের দিয়েই মানসম্মত সম্পাদকীয়, রিপোর্ট, প্রবন্ধ, গল্প. সাক্ষাতকার তৈরী করে ফেলেছেন। পরে আমাকে বলতেন, ফাদার এগুলো কাজে লাগবে। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ছাপা যাবে। তিনি বনানী পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীসহ বিভিন্ন গঠনগৃহে মিডিয়ার ওপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতেন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের জেরী প্রিন্টিং প্রেসের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সাথে সবুজের ছিল বেশ সখ্যতা। সময় পেলেই তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। জানতে চাইতেন। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বুঝতে চাইতেন। মাঝে-মাঝে স্কেল দিয়ে মাপঝোপও করতেন। বিভিন্ন ধরনের বাইন্ডিং নিয়েও বাইন্ডারদের কাছে জানতে চাইতেন। কম্পোজার ও কম্পিউটার ডিজাইনারদের সাথেও নানা বিষয় আলোচনা করতেন। বছর না ঘুরতেই সবুজ প্রিন্টিং বিষয়েও স্বশিক্ষিত 'ওস্তাদ' হয়ে গেলেন। রকমারি কাগজের নাম, দাম, মান, পরিমাপ, গ্রামস কালির নাম, দাম, কম্পোজ-ডিজাইন-এক কথায় প্রিন্টিং বিষয়ে আদ্যোপান্ত সবই জানা হয়ে গেল। ছোট ভাই স্বপন ও আপনকেও প্রিটিং লাইনে নিয়ে আসলেন। ভাইদের নিয়ে শুরু করে দিলেন প্রিন্টিং ব্যবসা। এখন তা পরিণত হয়েছে পারিবারিক ব্যবসায়। আজও সুনামের সাথেই ব্যবসাটি তারা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সবুজের পরিবার-প্রীতি আমাকে মোহিত করত। বড় ভাই থাকা সত্ত্বেও সবুজের ওপরই তাঁর গোটা পরিবার নির্ভর করতো। মা-বাবার প্রতি ছিল অগাধ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস। মা-বাবারও ছিল তার প্রতি নিশংকোচ আস্থা। আদমজী জুটমিল থেকে বাবা অবসর নিয়ে সবুজের ওপরই নির্ভর করতেন। ছোট ভাইদের লেখা-পড়া, থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা সবকিছু একহাতেই সামলিয়েছেন। বাবা আর বেঁচে নেই। মা আছেন। ভাইয়েরা সবাই পেশাগতভাবে প্রতিষ্ঠিত। এইতো গত ফেব্রুয়ারি মাসে সবুজ তিন ছেলেসহ স্ত্রীকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করে গেলেন। অতীত অনেক কিছুই রোমন্থন করলাম। ঈদের সময় বাসায় যাব বলেও কথা হল। অনেকটা দৃঢ়তা নিয়েই সবুজ বলছিলেন, ছেলে আমেরিকা যাবে। ভাল একটা স্কলার-শিপ পেয়েছে। প্রার্থনা করবেন ফাদার। মনে-মনে ভাবছিলাম, টাকা-পয়সার দিকে সবুজ কোনদিন তাকাননি। লোভও ছিল না। প্রথমে আয়-রোজগারও তেমন একটা ছিল না। তবুও সন্তানদের সুশিক্ষায় এতটুকু কার্পণ্য করেননি। সেন্ট গ্রেগরীস্ হাইস্কুল থেকে মেট্রিক ও নটর ডেম থেকে কৃতিত্বের সাথে বড় দুই ছেলে পাশ করেছে। এখন আরও উচ্চশিক্ষার পালা। সবুজের স্ত্রী শাম্মী সব সময়ই সবুজের পাশে থেকেছেন। ভালবাসে বিয়ে করেছিলেন। একে অন্যকে তারা সম্মান করতেন, ভালবাসতেন। নির্ভরতা ছিল তাঁদের মধ্যে। শাম্মী ঘরের কাজ একাই সামলিয়ে নিতেন বলেই সবুজ পেশাগত কাজে এত সময় দিতে পারতেন। শাম্মীকে এখনও ঘর সামলাতে হবে। পার্থক্য হল সবুজ পাশে নেই। ছেলেরা বড় হচ্ছে। এখনই তাদের বাবার বড্ড দরকার ছিল। আগামী দিনগুলোই বলে দেবে সাইফুদ্দীন সবুজের প্রকৃত বন্ধু ক'জন! প্রকৃত বন্ধুরাই মাত্র এ অতীব প্রয়োজনের সময় সবুজের রেখে যাওয়া স্ত্রী-সন্তানদের সাথে থাকবেন। প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দেবেন। সবুজকে বাঁচিয়ে রাখবেন তাঁদের কাজে, কথায় নয়॥

শিশু যিশু

মার্সেল কান্টা

শিশু যিশু ধরাতলে প্রভু দয়াবান
সবে মিলে এস তাঁর গাহি জয়গান।
আঁধারের অবসানে নাহি আর ভয়,
উল্লাসে এস বলি জয় যিশুর জয়।
প্রণাম-প্রণাম যিশু কাঁপে ভীরু প্রাণ।
পাপী-তাপী মতভেদ হল আজি দূর,
চারিদিকে শুনি যেন মিলনের সুর।
ভালোবাসা দিতে নিতে মন আনচান।
জেগে উঠে সংসার তাঁরই মহিমায়,
পরাজিত শয়তান কেঁদে ফিরে যায়।
জয় শুভ বড়দিন জগতের ত্রাণ॥

আমার দেখা নিধন ডি'রোজারিও

নীলু রুরাম

নিধনদা নাকি দারুণ বাঁশী বাজাতে পারতেন। রাত গভীর হলে তিনি বাঁশিতে সুর তুলতেন।

এ জন্যে তাকে পাড়া-পড়শি ও বয়োজ্যেষ্ঠদের কটু কথা শুনতে হয়েছে।

রাতে বাঁশী বাজালে পরী ধরবে। কথা গুলো তিনি বড় একটা আমলে নিতেন না।

তখন যুবা রক্ত টগবগে ডর-ভয় জিনিসটা উপেক্ষা করতেন।

আমরা রাতে প্রতিবেশী অফিসে আড্ডা দিতাম। সাহিত্যের আড্ডা। দলে নিধনদা, মার্কদা, অতুল আর আমি। উইলিয়াম অতুল কুলুন্তনু এই আড্ডায় কম আসতো। তখন সে অনার্সের ছাত্র। বাসায় পড়াশুনা করতো।

একরাতে সাহিত্য আড্ডা দিচ্ছি তিনজনে। স্টার সিগারেট তিনজনের তিন প্যাকেট। শেষ হলে অসুবিধা নেই মোড়েই লবণ দাসের দোকান। অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। রাত দশটাতো তখনকার দিনে মামু-লি ব্যাপার।

নিধনদা তখন গ্ল্যাসো কোম্পানিতে কাজ করত। কাজ শেষে বাসা থেকে ফ্রেস হয়ে প্রতিবেশী অফিসে আসতেন। তার জন্যে নির্ধারিত মার্কদার অফিসের পূর্বদিকে লাইব্রেরীতে। এটাই তার লেখনীর আসন ছিল।

বর্ষাকাল। রাত প্রায় পৌনে দশটা। মার্কদা আসতে একটু দেরী। জনদার অফিসে গেছে। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে বাইরে।

নিধনদা একটু আবেগী মনে বলতে লাগল। জর্জ এক সময় গ্রামে আমার প্রিয় শখ ছিল। আমি খুব ভালো বাঁশী বাজাতে পারতাম। অনেকে রাতে বাঁশী বাজাতে নিষেধ করেছিল। আমি শুনিনি।

একরাতে ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। আমি একা আমার ঘরে। রাত আনুমানিক বারোটা মনে হয়।

ভালো লাগছিল না, বাঁশি ফুঁ দিলাম। ঝমঝম বৃষ্টিতে একা-একা বাঁশী বাজাতে শুরু করলাম। হঠাৎ শুনি ছমছম নুপুরের আওয়াজ। তাও একজনের নয় দলবদ্ধ নুপুরের আওয়াজ। আমি বাঁশী বাজানো বন্ধ করলাম। মনে কেমন জানি শিহরণ। শিহরিত হচ্ছি। আবার বাঁশীতে সুর তুললাম।

আবার সেই একই দলবদ্ধ ছমছম নুপুরের আওয়াজ। অকস্মাৎ মনে কেমন জানি শঙ্কা। এতরাতে কারা নৃত্য করছে আমার বাঁশীর সুরে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। রোমাঞ্চিত হয়েছি। এরপর থেকে জীবনে আর কোনদিন বাঁশিতে ফুঁ দেইনি। সেই বর্ষণমুখর রাত হলেই আজো আমার কানে অনুরণিত হয়।

কে বলবে আমাদের সুনামধন্য সাহিত্যিক, নাট্যকার, গীতিকার ও উপন্যাসিক সেকালে দারুণ বাঁশি বাজাতেন।

এ বাঁশী নিয়েই তিনি বড় গল্প লিখেছিলেন আজকালকার সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে বাঁশীর সুরে।

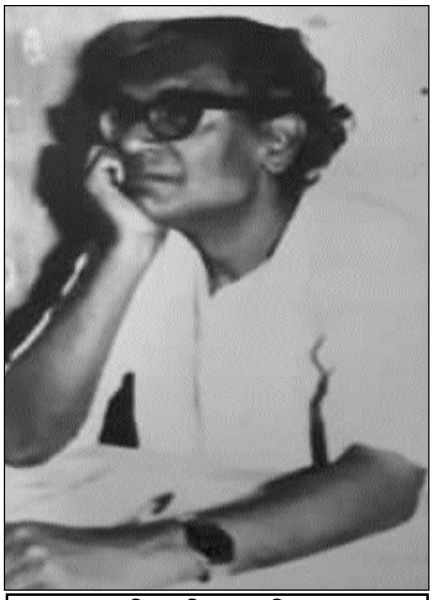

নিধন ডি'রোজারিও

মানুষ হিসেবে নিধনদা একটু রিজার্ভ টাইপের। একান্ত জিজ্ঞেস না করলে চুপচাপ আপনার পাশ কেটে যাবে। কোন কথা বলবে না। থাকতেন কেজি গুপ্ত লেনে। পরিচিত ছেলেদের দেখলেও একান্ত প্রয়োজন না হলে কিছু বলতেন না।

অথচ এ মানুষটার মননশীলতা, লেখনীর ক্ষুরধার ও রসবোধ যে কত তীব্র তা তার সাথে হৃদ্যতা না হলে বুঝা যেত না।

খুব মিল ছিল মার্ক ডি'কস্তা ও হেবল ডি'ক্রুজের সাথে। হেবলদা তো নিধনদাকে বেয়াই বলে সম্বোধন করতেন। হেবলদাও আরেক সাহিত্যপাগল মানুষ।

মার্ক ডি'কস্তা তো প্রতিবেশীর বদৌলতে বহুল পরিচিত। "ছোটদের আসরে" নির্মলদা হলো মার্ক ডি'কস্তা। মার্কদাও নামকরা সাহিত্যিক খ্রিস্টান পরিমণ্ডলে। তিনি কবিতা, গল্প, ও নাটক লিখতেন।

আমার এখনো মনে আছে প্রতিরাতে তিনি ধর্মীয় একটি সংলাপ বলতেন আর আমি তার সেই আলোচনা লিপিবদ্ধ করতাম। রাত কখন ভোর হয়ে যায় তা টের পেলাম না।

আমি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বড়দিন সংখ্যায় একটি আলোচনাধর্মী লেখা লিখেছিলাম নিধন ডি'রোজারিও কবিতা নিয়ে। লেখাটার শিরোনাম ছিল ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা; "ঈশ্বর দুর্বল যেখানে"-

ঈশ্বর! তুমি এক বিবেকহীন নিষ্ঠুর শাসক
কিন্তু আমি এক শরীরীসত্ত্বা
ভীষণ অহংকারী।
যজ্ঞের বেদীতে যাই না গন্ধধূপ নিয়ে
করি না তোমার স্তব পূণ্যের নিরীখে।
শুধু আদেশ করি।
অসহায় দুর্বল তুমি নীরবে বিনা প্রতিবাদে
আমার আদেশ পালন কর অক্ষরে
অক্ষরে।

(প্রতিবেশী, অক্টোবর ১৯৭৫)

সাধারণত: এমন ব্যতিক্রমধর্মী কবিতা প্রতিবেশীতে দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে তখন নতুন সম্পাদক প্রতিবেশীতে ফাদার জ্যোতি গমেজ। যারা কট্টরপন্থী তারা হয়তো একটু তীর্যক মন্তব্য করে কিন্তু সে সমালোচনা তত বেগবান হয়নি সে সময়। তাছাড়া অনেকবার সম্পাদক নিজেও একটু প্রতিবাদী ছিলেন।

নিধনদা যখন সাহিত্য চর্চা করেন তখন প্রতিবেশীতে কোন গল্প প্রকাশ করা হতো না। তিনিও বাইরে সেকুলার পত্র-পত্রিকা ও মাসিক সাময়িকীতে লেখা শুরু করেন। তিনি লিখেছেন:

তৎকালীন প্রতিবেশীতে সাহিত্য বিষয়ক কোন রচনা প্রকাশ হত না। তাই তিনি ঢাকার সাহিত্য পত্রিকার রচনা প্রকাশে ব্রতী হন।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে দিলরুবাতে তার প্রথম গল্প 'আত্মহত্যা' প্রকাশিত হয়। এরপর একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস দিলরুবাতে ধারাবাহিকভাবে 'কালের ছোবল' প্রকাশ করা হয়।

অন্যান্য গল্পগুলো প্রকাশিত হয়েছে। টেকনাফ, জৈবিক ও মাটির দেয়াল (দিলরুবা), পান্ডুলিপি (সত্তগাত) একটি বর্ণাঢ্য আত্মা (জোনাকী), বাঁশীর সুর (প্রতিবেশী)

যতদূর জানা যায় তিনি মোট চারটি নাটক

রচনা করেছেন: আশির্বাদ, খেলাঘর, শেষ প্রান্তর, সূর্য শপথ। অবশ্য তিনি সুহৃদ সংঘের জন্য 'সাম্প্রতিকের মহড়া' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নাটক রচনা করেছিলেন। কামিনী কাকন বলে একটা গোয়েন্দাধর্মী গল্পও তিনি লিখেছিলেন।

এছাড়া তিনি তখনকার সময়ে যথাক্রমে দিলরুবা, সওগাত, সমকাল, মাসিক সিনেমা পত্রিকা মৃদঙ্গ, রঙ্গনেও গল্প লিখতেন। আরো লিখেছেন সাপ্তাহিক জনতা, প্রতিবেশী, পাকিস্তানী খবর, দৈনিক ইত্তেফাক, অহনা ও ইত্তেহাদ পত্রিকায়।

প্রতিবেশীতে সেসময় গল্প প্রকাশিত হয়েছে 'রঙ বদলায়' ও 'অসমাপ্ত'।

আমি জানি না নিধনদার এ সমস্ত লেখাগুলো তার পরিবারের কেউ সংরক্ষণ করেছে কিনা। কারণ এগুলো সংগ্রহে থাকলে এক উপজীব্য একটি উচ্চ ধরনের গল্প সংকলন বা গল্প সংগ্রহ ছাপানো যেত।

আমি নিজেও সংগ্রামে করাচী থাকাকালীন গল্প, কবিতা যেগুলো ছাপা হয়েছিল তা হারিয়ে ফেলেছি। সব নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তখন মরিয়মনগর থেকে সেস্তেপাড়া যাত্রা করেছিলাম মুক্তিযুদ্ধ কালীন।

নিধনদার জন্ম শুলপুর গ্রামে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। পরিবারে সাত ভাই বোনদের মধ্যে নিধন রোজারিও দ্বিতীয় পুত্র। প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় প্রাইমারিতে লেখাপড়া করেন। পরবর্তীতে হাসাড়া কলি কিশোর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে হাসাড়া থেকে ভর্তি হন রাধানগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয় থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্যের প্রতি তার ভীষণ ঝোঁক ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সময়ে যথাক্রমে শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, মাস্টার সেন, অনুরুপা, নিরুপমা দেবীর গ্রন্থাবলী ও রবী ঠাকুরের অনেক পড়েছেন।

১৯৭৫-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেখেছি তিনি প্রতিবেশী সম্পাদকীয় মণ্ডলীর একজন সদস্য ছিলেন। প্রতিবেশীতে স্বনামে ও ছদ্ম নামে তিনি অনেক ফিচার কলাম লিখেছেন। তন্মধ্যে 'গাঁজার কল্কে' দারুণ জনপ্রিয় ছিল প্রতিবেশীর পাঠককূলে।

একসময় তিনি প্রতিবেশীতে বড়দিন সংখ্যায় দীনবন্ধু কর্মকার নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। নাম 'বড়দিন একটি যাতনা'

পার্থিব সুখের এক মূর্খ অহংকারী প্রাপ্তবিলাস
প্রাণীকূল মজিয়াছে স্রষ্টার নাম ভুলি।
চলিছে অবিরাম পতনের সিড়ি বেয়ে
ধাপে- ধাপে।
সৃষ্টির এ যন্ত্রণা হেরি।
স্বর্গপতি ভাবিলেন
কে আজ বাচাবে সৃষ্টি
উদ্ধার করবেন পতিত মানবে
অবশেষে প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে ডাকি
কহিলেন পিতা, বৎস নেমে এসো
দাও সুখ পৃথিবীর বুকে
অন্ধকারে দিয়েছে মুক্তির দিশারী।

এছাড়াও ছন্দনামে প্রথম কবিতা 'পথের সাথী' প্রতিবেশীতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ছন্দ নামে কবিতা লিখেছিলেন কারণ এই সংখ্যায় 'দৃষ্টি' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হচ্ছিল বিধায়।

নিধনদা কিন্তু কন্ট্রাক ব্রীজ খেলায় পারদর্শী, মাঝে-মাঝে হেবলদার সাথে জুটি বাধতেন এ খেলায়। সেন্ট গ্রেগরীর টিচার জর্জ ডি'রোজারিও আরেক পাকা খোলোয়ার এই খেলায়।

পারিবারিকভাবে তার তিন মেয়ে ও তিন ছেলে। সাদাসিধে মানুষ। সে সময় গ্ল্যাসো কোম্পানিতে কাজ করতেন। থাকতেন লক্ষ্মীবাজার কে জি গুপ্ত লেনে। এ লেন দিয়েই পাতলা খান লেনে যাওয়া যায়।

আজ তিনি প্রয়াত। অতীব পরিতাপের বিষয় উনার শেষ উপজীব্য বাইবেলভিত্তিক উপন্যাস "অদম্য আদিম" আমার হাতে নেই। সংগ্রহে ছিল কিন্তু স্টিল আলমারীটাও দুতিন দিনের মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজে আমার অনেক শখের বইপত্রগুলো উইবাবাজিরা গ্রাস করেছে। আমার আবার নতুন করে আবার যাবতীয় বইপত্র সংগ্রহ করতে হয়েছে। এই উপন্যাসটি তিনি প্রতিবেশী অফিসে বসেই দিনের পর দিন একটু একটু করে লিখেছেন। আমি শুধু দেখতাম তিনি পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ঘাটছেন। রাজা দায়ুদের কথা বলছেন।

বহুবিদ গুণের অধিকারী নিধনদার সাহচর্যে আমি কৃতার্থ হয়েছি। লেখা সম্পর্কে অনেক কৌশল শিখেছি নিধনদা ও মার্কদার কাছ থেকে। তাদের সাহচর্য পেয়েই আমি লেখালেখির লাইনে আগ্রহ পেয়েছি- অভ্যাসটা শাণ দিয়েছি। আমি তাদের দুজনের কাছেই কৃতজ্ঞ॥ ৯

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ভালবাসার মানুষ

(১১০ পৃষ্ঠার পর)

চাঁদা সংগ্রহ করি। বিশেষ করে বড়দিন/ইস্টার সংখ্যার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ। আর তা করি ফোনের মাধ্যমে, চিঠি ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে। এতে করে উত্তর আমেরিকার সাথে প্রতিবেশীর সম্পর্ক সহজ ও সুন্দর হয়েছে এবং প্রতিবেশী অর্থনৈতিকভাবেও সহায়তা পেয়েছে।

আপনার পরিবার নিয়ে কিছু কথা এবং পরিবারের বন্ধন দৃঢ় করতে আপনার পরামর্শ কি?

আমি গোল্লা ধর্মপল্লীর ছোটগোল্লা গ্রামের আদিও বাড়ির সন্তান। বিয়েও করি গোল্লা ধর্মপল্লীর বড়গোল্লা গ্রামে। বাংলাদেশে বেশিরভাগ সময়ই আমি কাফরুলে কাটিয়েছি। আমরা ৭জন ছেলে সন্তানের গর্বিত পিতা-মাতা। আমেরিকা যাবার পর আমার স্ত্রী মারা যান ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। আমার বড় ছেলে যাজক, অন্য ৬ ছেলে পড়াশুনা করে আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত। তারা সবাই সুন্দর খ্রিস্টীয় পরিবার গঠন করেছে। ছেলেদের-বৌমাদের ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে আমি খুবই সুখী। পরস্পরকে সম্মান করা, কাছে থাকা এবং পারস্পরিক দরদ রাখার মধ্যদিয়ে একটি পরিবারের বন্ধন দৃঢ়তা লাভ করে।

প্রতিবেশীকে ঘিরে আপনার আনন্দ ও কষ্টের কথা বলুন

এই পত্রিকা সবার, সবার ঘরে পৌঁছলেই আমার আনন্দ। তবে বকেয়া চাঁদা ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেকে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, সেটা ছিল কষ্টকর। তবে প্রতিবেশীর প্রতি আমার ভালবাসা ছিল বলেই কোনকিছুই কষ্ট বলে মনে হয়নি। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর উন্নতি দেখলে আমার আনন্দ লাগে।

প্রতিবেশীকে ঘিরে আপনার ভাবনা ও পরামর্শ

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। যুবক সম্পাদক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু তার নতুন চিন্তাধারা ও যুব উদ্যম নিয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী প্রকাশনীর সকলকে নিয়ে এই ডিজিটাল যুগে আমাদের প্রিয় পত্রিকাকে একটা নক্ষত্র করে তুলবেন। একই সাথে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পাঠক-লেখককূল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে প্রতিবেশীকে আমাদের পত্রিকা করে তুলবেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে কর্মরত সকলকে, সকল গ্রাহক/পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের পুণ্যময় বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ভালবাসার মানুষ

প্রতিবেশী ডেস্ক ▯ বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেকগুলো দেশেই সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পাঠক, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। কেউ ভালোবাসায় কেউ প্রয়োজনে একে আপন করে নিয়েছেন। এই হাজারো মানুষের মধ্যে রবার্ট গমেজ আদি একজন যিনি খ্রিস্টান সমাজ ও প্রতিবেশী হলে এক পরিচিত মুখ যদিও তিনি নিজেকে রাখতে চান পর্দার অন্তরালে। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর প্রতি অদম্য টান তাকে করে তুলেছে প্রতিবেশীর ভালোবাসার মানুষ। দেশে থাকাকালীন সাপ্তাহিক প্রতিবেশী যেমনিভাবে ছিল তার নিত্যসঙ্গী প্রবাসে গিয়েও অনেকের কাছে ছড়িয়েছেন প্রতিবেশীর দ্যুতি। দূরে থেকেও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সাথে গড়েছেন ভালোবাসার বন্ধন। আর ভালোবাসার কারণেই সুদীর্ঘ সময় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর আমেরিকার প্রতিনিধি হয়ে অকৃপণভাবে সেবা দিয়ে গেছেন। বার্ধক্যও তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি তার কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে। নিভৃতচারী প্রতিবেশীপ্রেমী এই মানুষটির জীবনকে ঘিরে কিছু কথা কথা ওঠে এসেছে এই বিশেষ রচনায়।

কথাচ্ছলে তার কাছ থেকে তার বর্তমান জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলে স্বল্পভাষী রবার্ট গমেজ বলতে শুরু করেন; আমি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অবসর নেবার পর পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালই আছি। ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনীদের নিয়ে। এখন আমার বয়স ৮৪ বছর তা আমার মনে হয় না বা বুঝিও না যে আমার এই বয়স। সবাইকে নিয়ে আমি বেশ আনন্দেই আছি। সকলেই আমার কাছে আসে, খোঁজ-খবর নেয় এবং প্রয়োজনীয় যত্নাদি দান করে। বয়সের তুলনায় শরীর নেহাৎ খারাপ নয়। বয়সের কারণে এখন অনেকটা সময় ঘরেই থাকি। আমেরিকার ব্যস্ত জীবনে কেউ কেউ পরামর্শ চাইলে আমি তা দান করি এবং প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করতে চেষ্টা করি।

কখন থেকে প্রতিবেশী পড়া শুরু করেন এবং ঐ সময়ে প্রতিবেশীর লেখক ও পাঠকদের অবস্থা তুলে ধরতে বললে তিনি বলেন, প্রতিবেশী পত্রিকা পড়ার শুরুর কথা সেতো অনেক আগের কথা। দিন তারিখ মনে নেই। ছোটবেলায় প্রতিবেশী পত্রিকার কথা জানতাম তবে কলেজ জীবন থেকেই নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ছি। তখন লেখকবৃন্দ বা পাঠকবৃন্দও বেশ কম ছিল। ঐ সময়ের প্রযুক্তি ও যাতায়াত ব্যবস্থাওতো এখানকার মতো ছিল না। লেখকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ফাদার। তবে কয়েকজন খ্রিস্টভক্তও নিয়মিতভাবেই লিখতেন। নিধন ডি'রোজারিও, হেবল ডি'ক্রুজ, মার্ক ডি'কস্তা এরা বেশ পুরাতন লেখক।

প্রতিবেশীতে সেবাদায়িত্ব শুরুর ও বর্তমান কথা বলতে বললে রবার্ট গমেজ আদি বলেন, আসলে প্রতিবেশীর সাথে জড়িত হওয়া সত্যিই একটি বড় সেবাদায়িত্ব। মনের বড় একটা প্রশান্তি। যে পত্রিকার মধ্যদিয়ে আমরা যিশুর মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে চাই তার সাথে জড়িত থাকা একটি বিশেষ আশীর্বাদ বলে মনে করি। তাই পূর্ব পাকিস্তানকালীন সময় থেকেই গ্রাহক সংগ্রহ, বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ দিয়ে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সেবাদায়িত্ব পালন শুরু। স্বপরিবারে আমেরিকা আসার পর ফাদার জ্যোতি এ. গমেজের অনুপ্রেরণায় উত্তর আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা) প্রতিবেশীর প্রতিনিধিত্ব শুরু করি। আমেরিকা ও কানাডার গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রচুর বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতাম যা অর্থনৈতিকভাবে প্রতিবেশীকে সহায়তা করেছে। এখনো আমি ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও চেষ্টা করছি প্রতিনিধিত্ব করতে। গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ আগে থেকে কমে গেলেও চেষ্টা অব্যাগত আছে।

অনেকদিন যাবৎ সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পৃক্ত থেকে খ্রিস্টান সমাজে প্রতিবেশীর ভূমিকাকে কিভাবে দেখছেন- আসলে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী হলো কাথলিক খ্রিস্টানদের জাতীয়ভাবে একমাত্র মুখপত্র। কাথলিক ছাড়া অন্যান্য খ্রিস্টান ভাইবোনেরাও তা পাঠ করেন। আমি বিশ্বাস করি, নতুন/পুরাতন গ্রাহক/পাঠকগণ প্রতিবেশীর লেখা পড়ে দেশের/মণ্ডলীর সংবাদ জানতে পারেন, লেখালেখির অভ্যাস হয়, শিক্ষা লাভ হয় এবং মণ্ডলীর শিক্ষা জানা যায়। প্রতিবেশী নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের কথা তুলে ধরে বলে তা পাঠ করে অনেকে নিজেদেরকে গড়তে পেরেছেন। খ্রিস্টান সমাজের অনেকেই পরিচিত লেখক-লেখিকা হয়েছেন সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে লেখালেখি করে।

আমেরিকাতে প্রতিবেশীর প্রতিনিধি হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করুন।

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী খ্রিস্টানেরা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অনেকদিন থেকেই রয়েছে। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে আমি এখানে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব শুরু করি এবং এখনও তা অব্যাহত আছে। আমি থাকি নিউজার্সিতে যা নিউইয়র্কের খুব কাছে। বাঙালি কমিউনিটির বড় একটি অংশ এখানে বসবাস করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই যোগাযোগটিও সহজ হতো। আস্তে-আস্তে বাঙালি কমিউনিটির বিস্তার বিভিন্ন প্রান্তে হতে থাকে। তবে প্রতিনিধি হিসেবে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী কর্তৃপক্ষের মনোনীত আরো কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি ও বকেয়া

(১০৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাত পরিচিতি

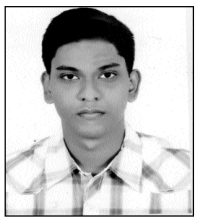

ডাঃ মার্ক টুটুল গমেজ

বাত এমন একটি শব্দ যা বোঝার জন্য চিকিৎসাগত কোন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। সহজ কথায় অস্থিসন্ধির ব্যথা। একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল বাত রোগটি আসলে আধুনিক জীবনধারা শুরুর পরেই প্রভাব বিস্তার করেছে। মজার ব্যাপার হল, প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাসেও বাত ব্যাধির বর্ণনা পাওয়া যায়। মমির পাশে পাণ্ডুলিপিতে মৃত্যুর কারণ বলা থাকত। মহিলাদের অস্থির জটিল সমস্যার বর্ণনা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও বলা রয়েছে। মিশরের চাষিদের বাত, বিশেষ করে কোমরের বাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। আজ থেকে ৩০০০ বছর আগের ইতিহাসের পুরনো গন্ধমাখা মমিতে হাঁটুর ভিতর ২৩ সেন্টিমিটার ধাতব পাত পাওয়া গিয়াছে। আধুনিককালের মতোই অস্থিসন্ধির সমস্যায় শল্য চিকিৎসা করা হত। জৈবিক রেজিন দিয়ে এই ধাতব পাত স্থাপন করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

অস্থিসন্ধির সংক্রান্ত চিকিৎসার ডকুমেন্ট পাওয়া যায় হিপোক্রেটের চিকিৎসা শাস্ত্রে ৪১২টি কালজয়ী বর্ণনায় হিপোক্রেট রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস নিয়ে বিস্তর কথা বলেছেন। হিপোক্রেট সেলসাল এবং গ্যালেন- এই তিন দার্শনিককে "অস্থিসন্ধির জনক" বলা হয়। পরবর্তীতে প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক নেরোর অসামান্য অবদান বাত চিকিৎসার প্রতিফলিত হয়। চীনের প্রাচীন চিকিৎসার নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি হল "নেইচিং"। যার অন্য নাম "দ্য ইয়েলো এমপেরিয়ার্স"। "ক্লাসিক অব ইন্টারন্যাশনাল মেডিসিন" শুধু চিকিৎসারই নিরস দলিল নয়, উৎকর্ষ সাহিত্যও বটে। রাজা হুয়াংতি এবং চিকিৎসক চিপোর আলোচনায় সুসজ্জিত চিকিৎসা কথা রয়েছে। ২৫০০ খ্রিস্টাব্দ পূর্বে এই বই রচিত হয়েছে। যেখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আকুপাংচারের বিবরণ, অস্থি সন্ধির সমস্যায় তার প্রয়োগ এবং সুফল নিয়ে বর্ণিত আছে।

আব্রাহাম লিংকন সামাজিক, নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার লড়াইয়ে উজ্জ্বল রাষ্ট্রনায়ক, যিনি শাসক যন্ত্রণা থেকে দেশকে মুক্ত করেন। কিন্তু পরিহাস এই যে রাষ্ট্রনায়ক নিজেই বাতের যন্ত্রণার শাসনে ছিলেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জেমস কোবার্ন শুধুমাত্র বাতের বশ্যতা স্বীকার করেই হলিউড থেকে ছুটির ছাড়পত্র নেন। বিনোদন জগৎ কেন, বিজ্ঞানীরা ও ছাড় পাননি। ডরথি হলিউড যিনি এক্সরে

ক্রিস্টালোগ্রাফির স্রষ্টা এবং কঠিনতম বিজ্ঞানের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের এই নোবেল বিজয়ী কিন্তু বাতকে জয় করতে পারেননি। ক্রিস্টান বানার্ড প্রথম হৃদযন্ত্র প্রতি প্রতিস্থাপন করে সারা বিশ্বকে শল্য চিকিৎসার এক যাদুর কাঠি উপহার দেন। কিন্তু বাত তাকেও রেহাই দেয়নি। জীবন সায়াহ্নে বয়সজনিত কারণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোমরে বাত হয়েছিল।

চিকিৎসা পরিভাষায় বাতের অসুখের বিভিন্ন ধরনের নাম আছে যেমনঃ

(১) সারভাইক্যাল স্পন্ডিলোসিস (২) লাম্বার স্পণ্ডিলোসিস (৩) অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডিলোইটিস (৪) রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস (৫) গাউটি আথ্রাইটিস (গাউট) (৬) ইনফেকশাস আর্থ্রাইটিস ইত্যাদি। চিকিৎসাকেরা এত সমস্যা না করে এক সঙ্গে বলেন "বাত হয়েছে"।

অস্টিওপোরোসিস বা অস্থিমজ্জা ক্ষয় : এই রোগটি বাতব্যধির অন্তর্ভুক্ত। ক্রমাগত বোন মিনারেল ডেনসিটি কমার ফলে অস্থি বা অস্থিসন্ধি ফাঁপা ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অস্থি ভঙ্গুর ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পেশির গঠনও দুর্বল হয়ে পড়ে। অস্থির কার্যক্ষমতা কমে যায়। কারও কারও ক্ষেত্রে অস্থি এতটাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যে, সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে যায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে তীব্র ব্যাথা হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে হরমোনের ক্ষরণ কম হওয়া, অতিরিক্ত দৈহিক ওজন, দীর্ঘদিন কর্টিকোস্টেরয়েড জাতীয় ঔষধের ব্যবহার, অতীতের কোন ও ফ্যাকচার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন-ডি প্রভৃতির জরুরি পুষ্টির অভাব, কোনও রকম ব্যায়াম না করা, অতিরিক্ত সফট ডিঙ্কস, মদ্যপান, ধুমপান এই গুলি অস্টিওপোরোসিসের কারণ।

রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাটিস : শরীরের বিভিন্ন ছোট ছোট অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়। রোগীর গায়ে জ্বর থাকে। সকালে ঘুম

ভাঙ্গার পর শরীরে জড়তা দেখা দেয়। এই জড়তা কাটতে অনেকটা সময় লাগে। বিভিন্ন অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হয়। তবে কোন নির্দিষ্ট একটি সন্ধিতে ব্যাথা আটকে থাকে না। ঘুরে-ফিরে হয়তো গোড়ালির সন্ধিতে ব্যাথা হলে, ঠিক তারপরে দেখা গেল কব্জিতে ব্যাথা শুরু হয়। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে রোগি জিভে খাবারের স্বাদ পান না বলে অভিযোগ করেন। খিদে কমে যায়। ঘন-ঘন পানি পিপাসা লাগে শরীর দুর্বল লাগে ও হাল্কা জ্বর-জ্বর থাকে।

গাউটি আর্থ্রাইটিস : রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাথা যন্ত্রণা হয়। মর্ডান মেডিসিনের ভাষায় এই সমস্যার নামই গাউটি আর্থ্রাইটিস। এই আর্থ্রাইটিস সমন্ধে বিশদে জানার আগে ইউরিক এসিডের সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়া হল। মানব শরীরের কোষের মধ্যে থাকে পিউরিন নিউক্লিওটাইড নামক এক যৌগ। সাধারণত পিউরিন ভেঙ্গেই শরীরে ইউরিক এসিড তৈরি হয়। আবার খাবারের মাধ্যমেও পিউরিন গ্রহণ করি। শরীরে তৈরি হওয়া ইউরিক এসিড রক্তে গিয়ে মিশে। তারপর অতিরিক্ত ইউরিক এসিড কিডনির মাধ্যমে রেচন পদার্থ হিসেবে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এটা একটি শরীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া। কিন্তু কখনও কোন কারণে রক্তে ইউরিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে গাউটি আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেক্ষেত্রে শরীরের অতিরিক্ত ইউরিক এসিড ইউরেট ক্রিস্টাল রূপে চামড়ার তলায় বা শরীরের অস্থিসন্ধিতে গিয়ে জমা হয়। জমে থাকা ইউরেট অস্থিসন্ধি বা চামড়ার তলায় প্রদাহ (ইনফ্লামেশন) সৃষ্টি করে। এভাবেই মানুষ গাউটি আথ্রাইটিসে আক্রান্ত হয়।

স্পন্ডাইলোসিস : ৩১টি আলাদা হাড় পরপর একে অপরের ওপর বসে তৈরি হয়েছে আমাদের মেরুদণ্ড। এই হাড়গুলিকে বলা হয় ভার্টিব্রা। দু'টি ভার্টিব্রার মাঝখানে থাকে ডিস্ক। এই ডিস্কের কারণেই দুটি ভার্টিব্রার মধ্যে ঘর্ষণ রোধ হয়। মেরুদণ্ডের দুটি ভার্টিব্রার মাঝে থাকা ডিস্ক যখন ক্ষয় হয়ে যায়, তখন দুটি ভার্টিবা নিজেদের খুব কাছাকাছি চলে আসে এবং ডিস্কের ক্ষয়ের কারণে এই নালাটি সরু হতে থাকে। চাপ পড়ে স্পাইনাল কর্ডে। এর থেকে মারাত্মক ব্যথার উদ্রেক হয়। একেই বলে স্পন্ডাইলোসিস। পেশীর দৌর্বল্য, স্থুলত্ব, চোট-আঘাত, বয়স এবং কম্পনশীল যন্ত্রের উপর বসে বা দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ কাজ করলে স্পন্ডাইলোসিস হওয়ায় আশাঙ্কা দেখা যায়। ইহা সাধারণত দুই প্রকার (১) সারভাইকাল স্পন্ডাইলোসিস এবং (২) লামবার স্পন্ডাইলোসিস। প্রাথমিকভাবে লক্ষণ হল ব্যাথা।

খাবার তালিকায় ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার। ডেইরি প্রোডাক্ট, সয়াবিন, মাছ, বাদাম, ফিশ অয়েল, বিনস্, ব্রাউন রাইস, গ্রিন লিফি ভেজিটেবল (পালং শাক), ব্রকোলি, স্প্রাউটস রাখা উচিত। ফলের মধ্যে আম, পেঁপে, তরমুজ, আপেল, কলা, আঙ্গুর উত্তম।

ঘরোয়া সুষম আহার, শরীর-চর্চা, অর্থাৎ খেলাধুলা, হাঁটা, সাইকেল চালনা, সাঁতার, সঠিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম, বই পড়া, সামান্য লেখালেখি, বাগান করা, ঘর সাজানো ইত্যাদি মেনে চললে দীর্ঘ জীবন সুস্থতার সঙ্গে কাঁটানো যেতে পারে। রোগীকে প্রতিদিন অন্তত ৬ ঘন্টা নিদ্রা ও বিশ্রামে থাকা উচিত। বিভিন্ন টেস্ট করে সঠিক রোগ নির্ণয় করে ঔষধ সেবন, এমন কি অস্ত্রোপাচারের এর মাধ্যমে এই বাত রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রতিদিন এই রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মহিলারা বেশি আক্রান্ত। তাই আমাদের হাড়ের যত্ন নেওয়া উচিত॥

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

শরীর ও স্বাস্থ্য (১৫ মে ২০১৮) বর্তমান প্রকাশনা (সাপ্তাহিক)

গবেষক : রাজলক্ষ্মী বসু, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

ডাঃ কেদারনাথ সাহু
ডাঃ সুবল কুমার মাইত
ডাঃ লোপামুদ্রা ভট্টাচার্য
ডাঃ প্রদ্যোৎ বিকাশ কর মহাপাত্র
ডাঃ অচিন্ত্য মিত্র
ডাঃ গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত॥ ❑

প্রথমবার বিলাত ভ্রমণ

(১১৫ পৃষ্ঠার পর)

খরচ করে তাদের দেশ দেখতে আসে, শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে। কথায় বলে বৃটিশ বুদ্ধি তাই দেখে এলাম। পুরাতন কোনো স্থাপনা ধ্বংস না করে তার নিদর্শন হিসেবে রেখে পাশেই হয়তো বহুতল ভবন বা শপিং মল তৈরি হয়েছে। নিজেদের ঐতিহ্য কিছুই ধ্বংস করে না। এরই মধ্যে একদিন বেড়ালাম Cambridge -এ ও আরেক দিন Shakespeare-এর জন্মস্থান Stratford Upon Svon গেছি ট্রেনে এ চড়ে। সে আর আরেক অভিজ্ঞতা।

একদিন ছেলে বলল, চল তোমাকে নতুন এক ধরনের ট্রেনে চড়াই। সত্যিই অবাক হওয়ার মত প্রযুক্তি। ট্রেন চলে ড্রাইভার ছাড়া, নামা DLR - (Docklands Light Railway- London). প্রথম তো একেবারে ভয় পেয়ে গেছিলাম-এ আবার কেমন ড্রাইভার ছাড়া ট্রেন। ছেলে আমাকে একবারে সামনের বগির প্রথম সিটে বসিয়ে দিল। যথারীতি সময় মত ট্রেন করতে শুরু করল। আমি অবাক নয়নে দেখলাম, কিভাবে ট্রেনটি এঁকে-বেঁকে তার নিজস্ব গতিতে চলছে এবং প্রতিটি স্টেশনে থামছে, লোক উঠাচ্ছে আবার চলছে। আমরা শেষ ষ্টেশনে নেমে কিছু কেনাকাটা করে আবার ঐ ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফিরলাম। ছেলের সঙ্গে একদিন তার ইউনিভার্সিটি দেখতে গেলাম Queen Mary University, London। সে তখন কেবল মাস্টারস্ শেষ করে Full Free Scholarship এ পিএইচডি পড়া শুরু করেছে। সন্তানকে বললাম, দেখ ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভাল কিছু রপ্ত করতে পার কিনা, যা তোমার ভবিষ্যত জীবন উন্নত করতে সাহায্য করবে। ছেলে লণ্ডনেই থেকে গেল। পিএইচডি শেষে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছে। মেয়ে এমবিএ শেষ করে দুই বছর চাকুরি শেষে দেশে ফিরে এখন কানাডায় সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

দুই সন্তানকে বিলাতের মাটিতে রেখে আসতে বুকটা ফেঁটে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু করার নাই। ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বুকে পাথর বেঁধে একাই রওনা হলাম দেশের পথে। বিলাত ঐ এক মাস অসংখ্য ভাল লাগা, ও মন্দ লাগার স্মৃতি আমার জীবনের বহু ঘটনার মাঝে একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চিত হয়ে থাকবে॥ ❑

বড়দিন উদ্‌যাপন ও মানসিক স্বাস্থ্য

সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও ও
জেমস্ শিমন দাস

"এ কটি বিশেষ শিশু জন্মগ্রহণ করার পরই এটা ঘটবে। ঈশ্বর আমাদের একটি পুত্র দেবেন। লোকদের নেতৃত্ব দেওয়ার ভার তার উপর থাকবে। তার নাম হবে "আশ্চর্য মন্ত্রী, ক্ষমতাবান ঈশ্বর, চিরজীবি পিতা, শান্তির রাজকুমার।"-*ইসাইয়া ৯: ৬ পদ*

আমরা খ্রিস্টীয় সমাজ প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর অতি জাঁকজমকের সঙ্গে বিশ্ব মানব মুক্তির ও শান্তির প্রতীক যিশু খ্রিস্টের জন্ম তিথি পালন করি। শীতের চাঁদরে মোড়া নভেম্বরের শেষের দিকে আগমনকাল থেকেই আমরা অধীর আগ্রহে শান্তিরাজের আগমনের প্রতীক্ষা করি, প্রস্তুত করি নিজেকে এবং সাজ সাজ রবে চারিদিকে বহে আনন্দের হিল্লোল। বড়দিনের সময় কেনা-কাটা, রান্না, ঘর-দোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজানো, আত্মীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন, কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি সকল কিছুর জন্য আবেগিভাবে আমরা তখন যেমন প্রচণ্ড উত্তেজনা, উদ্যোমী, উৎসাহিত, আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অনুভব করি তেমনিভাবে মানসিক চাপ, উদ্বিগ্নতা, বিষণ্নতা, হতাশা ও একাকীত্বও অনুভব করি। অন্যদিকে, কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের জীবনকে আরো উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। সবকিছু মিলিয়ে এ বছরের বড়দিন একটু ভিন্ন ধরনের ও আশঙ্কাপূর্ণ। আবার, আমরা বিভিন্ন গবেষণাকর্ম থেকে এটি জেনেছি যে, বড়দিন পালন ও বড় ছুটির সাথে মানসিক বিভিন্ন অসুবিধা বিশেষভাবে বিষণ্নতা, উদ্বিগ্নতা ও মানসিক চাপ ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক রয়েছে। তো যিশু খ্রিস্টের জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে খ্রিস্টীয় সমাজ যেসব কর্মকাণ্ড ও রীতি-নীতি পালন করেন সেগুলোর সাথে বিষণ্নতার সম্পর্ক কি, কোন্ কোন্ কারণে বিষণ্ন হতে পারেন এবং তা কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে, সেটি আলোচনা করাই এ লেখার উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করছি।

বড়দিন পালনের সময় বিষণ্নতার কারণ: বিষণ্নতার সময় সচরাচর ব্যক্তি দিনের অধিকাংশ মন খারাপ করে থাকা, সব সময় আতঙ্কগ্রস্ততার মধ্যে থাকা, সামান্য কারণে অথবা কারণ ছাড়াই কান্না করা, খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া, রাতে ঘুমাতে অসুবিধা হওয়া, অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্থতা ও কর্মে অনিহা, প্রবল ক্ষুধা বা ক্ষুদা-মন্দাভাব, কর্মে অমনোযোগিতা, হঠাৎ করে পছন্দের/শখের কাজগুলো করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা, সামাজিক/পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি এড়িয়ে চলা এবং নিজেকে ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মোদ্যোগে ঘাটতি ও আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গগুলো নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে চলে। এখন জেনে নিই কি কি কারণে বড়দিনের সময় আমাদের বিষণ্ন হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

সীমিত যাতায়াত ব্যবস্থা : এ বছর করোনা মহামারীর কারণে যাতায়াত ব্যবস্থার উপর কিছুটা বিধি নিষেধ আছে। ফলে পূর্বে যখন খুশী যেভাবে খুশী যেতে পারতেন কিন্তু এ বছর সেটি সম্ভব না। আপনি হয়তোবা ঢাকা থেকে আপনার গ্রামের বাড়ি রাজশাহীতে যাবেন তখন আপনার মধ্যে কত ধরনের দুশ্চিন্তা কাজ করছে। "আমি যাবার সময় করোনায় আক্রান্ত হবো না তো? আমার পাশের সিটে বসা ব্যক্তিটি কি সম্পূর্ণ সুস্থ? আমার সুরক্ষার সরঞ্জামাদি কি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত?" আবার "নগর কীর্তনে কি যাওয়া ঠিক হবে? আমি কি এ বছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করব? আচ্ছা, আমি তো করোনার কারণে মামার বাসায় যাবো না, কিন্তু মামারা আবার আসবে নাতো?"। এই রকম হাজারো প্রশ্ন আপনাকে উদ্বিগ্ন করে রাখতে পারে। ফলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও সীমিত যাতায়াত আপনার মধ্যে বিষণ্নতার সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থনৈতিক মন্দা: কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বের সকল দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। আপনিও তার ব্যতিক্রম না। আপনি প্রতি বছর বেশ ধুমধামের সাথে বড়দিন পালন করতেন, সকলকেই উপহার ও সালামি দিতেন। কিন্তু এ বছর আপনার বেতন অর্ধেক কমে গেছে । চিন্তা করছেন এ টাকা দিয়ে সংসারই চলে না তাহলে এগুলো করবেন কীভাবে। আপনার বেতন কমে যাওয়া এবং এরপর বড়দিন পালনের জন্য ঋণ করা আপনার মন খারাপ তথা বিষণ্নতার কারণ হতে পারে।

একাকীত্ব: এ রকম অনেক দেখতে পাওয়া যায় যে, পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তি ও তার সন্তানগণ নিজ বাড়ি ছেড়ে শহর বা বিদেশে কাজের উদ্দেশে থাকেন। বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা-মাতা একা অথবা পরিবার থাকেন। হয়তোবা আপনার প্রিয়জন বাড়িতে আসতে পারেননি। ফলে তিনিও যেমন একাকী বড়দিন পালন করছেন তেমনি আপনিও একাকী বড়দিন পালন করছেন। এই একাকীত্বই আপনার মধ্যে বিষণ্নতার সৃষ্টি করতে পারে।

অতিরিক্ত মদ্যপান: বড়দিনের সময় দেখা যায় যে, অনেকে অতিরিক্ত মদ, চু, হাঁড়িয়া পান করেন। গবেষণা বলছে যখন আপনি মদপান করেন তখন ??? আপনার মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স ও লিম্বিক সিস্টেমকে তাদের কাজে বাঁধার সৃষ্টি করে। আর যখন আমাদের মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স ও লিম্বিক সিস্টেম যথাযথভাবে কাজ করে না তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণ, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, বিচার-বোধ, দৃষ্টিসহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কাজগুলো মারত্মকভাবে ব্যাহত হয়। যার ফলশ্রুতিতে আমরা অনেক সময় দেখি যে, বড়দিনের দিনে ঝগড়া, মারামারি ও কলহ-বিবাদ। আর এসবের ফলেও কিন্তু বিষণ্নতা বাড়ে।

এছাড়াও অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন যেমন: অতিরিক্ত পরিশ্রম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও খাবার না খাওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল, কম্পিউটার ব্যবহার, রাত জাগা ইত্যাদিও আপনার মধ্যে বিষণ্নতা সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই, এসব ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আসুন, আমরা কীভাবে বিষণ্নতাকে প্রতিরোধ করতে পারি সে সম্বন্ধে এইবার জেনে নিই।

বিষণ্নতা প্রতিরোধের উপায়:

১. নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে যতটা সম্ভব বড়দিন পালনের যে ঐতিহ্য ও

বাঙালি সংস্কৃতি রয়েছে সেগুলো পালন করুন। যেমন: পরিবারের সকল সদস্য, আত্মীয়-স্বজন একত্রিত হওয়া, আলাপ-আলোচনা করা, খোজ-খবর রাখা, একসঙ্গে গির্জায় যাওয়া, নগর কীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ, বিদেশের বা পরিবার থেকে দূরে আছে এমন সদস্যকে বড়দিনের শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো, ফোনে কথা বলা, এসএমএস করা, ঘুরতে যাওয়া, আনন্দ-হৈহুল্লড় করা, মজার খাবার খাওয়া। এসব কাজ আপনাকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখবে এবং একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। আর আপনি যখন এসব কাজ করবেন তখন মস্তিষ্ক থেকে এক ধরনের ইতিবাচক ডোপামিন হরমোন (Dopamine hormone) নিসরণ বৃদ্ধি পায়। আর যখন আপনার মধ্যে ডোপামিন বৃদ্ধি পাবে তখন আপনার মধ্যকার মানসিক চাপ সৃষ্টিকারি হরমোন কর্টিসল (Cortisol hormone) হ্রাস পায়। ফলাফলে আপনি সুস্থ-স্বাভাবিক থাকেন।

২. বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, সব বড়দিনের ছুটিই যে একরকম হতে হবে কোন কথা নাই। দেখুন করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব আছে এবং আরো কয়েক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে আর এর ফলে আমাদের কর্মকাণ্ডও পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা বাসাতে বসেই অফিস করছি, ক্লাশ করছি, অনেকে ব্যবসা করছে কেউবা আবার কেনাকাটা করছি। তাহলে আমরা বড়দিনের সময়টিও কীভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পালন করতে পারি সে ব্যাপারে চিন্তা করার সময় এসেছে। যদি আপনার পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এইবার আপনার বাড়িতে আসতে না পারে তাহলে একসাথে পালন করার জন্য ভিন্ন কোন পদ্ধতি আবিষ্কার করুন। যেমন: আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিয়ো কনফারেন্স করতে পারেন, ই-মেইলে কার্ড, ছবি পাঠাতে পারেন। এইবার হয়তো চিন্তা করতে পারেন আপনার প্রতিবেশির মধ্যে দুস্থ একজনকে একবেলা নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন বা খাবার কিনে দিবেন। একটু স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে কাকে আরো একটু সাহায্য করা যায় সেটি চেষ্টা করতে পারেন। চিন্তা করে খুঁজে বের করুন আপনি কি কি করতে পারেন।

৩. এ বছর বড়দিনের বাজার করার সময় অর্থ খরচ করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকুন। আপনার সামর্থ যতটুকু আপনি ততটুকু করার পরিকল্পনা আগে থেকেই তৈরি করুন। সকল প্রকার ঋণ করা থেকে বিরত থাকুন। এ বছর নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপনার উপহারের ছোট্ট একটি অংশ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করে এমন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন স্বেচ্ছাসেবি সংস্থাকে দান করতে পারেন। হয়তোবা এ বছর আপনার নিজের হাতে কোন উপহার তৈরি করে দিতে পারেন এটা আপনার জন্য সাশ্রয়ী হতে পারে। আবার, হয়তোবা শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই উপহার আদান-প্রদান করুন।

৪. বড়দিনের সমস্ত পরিকল্পনা পূর্বেই তৈরি করে রাখুন এবং তা যথাযথভাবে পালন করুন। কোনদিন কাপড়-চোপড়, কোন্ দিন পিঠা, কেক, কোনদিন আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাবেন এবং কোন্ দিনের খাবার তালিকায় কি রাখবেন তার তালিকা পূর্বেই আলোচনা করে ঠিক করে নিতে পারেন। বাজার করার পূর্বে কোন খাবার তৈরির জন্য কি উপকরণ, কতটুকু পরিমাণ লাগবে সেটার তালিকা তৈরি করুন এবং বাজার করার সময় তালিকার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দ্রুত বাজার সেরে ফেলুন। এসব আপনার বড়দিন পালনের জন্য সময়, উদ্বিগ্নতা ও মানসিক চাপগুলো থেকে রক্ষা করবে।

৫. এ বছর কোন কোন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে "না" বলতে শিখুন। হয়তোবা আপনি বড়দিনে প্রতি বছরই কোথাও না কোথাও বেড়াতে যান। এইবার কেউ কোথাও যাবার প্রস্তাব দিলে সেক্ষেত্রে না বলুন। এটি যেমন আপনার অর্থ বাঁচাবে তেমনি আবার ঋণ নেওয়া বা অর্থ সঙ্কট সৃষ্ট বিভিন্ন পারিবারিক ঝামেলাকে এড়াতে সাহায্য করবে।

৬. নিজের পরিচর্যার জন্য সময় রাখুন। ভোরে ঘুম থেকে উঠুন ও সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখুন, ধ্যান করতে পারেন, একটি ভাল বই বা সিনেমা দেখে একান্তে সময় কাটান, কৌতুকপূর্ণ ভিডিও দেখুন, আপনার পছন্দের গান ছাড়ুন এবং একাকী নাচুন, নিয়ম করে হাঁটুন, শারীরিক কসরৎ করতে পারেন, আপনার নিজের সাফল্যের কথা একটি ডায়েরিতে লিখে রাখতে পারেন, আপনার বন্ধু-বান্ধবীকে নিয়মিত ফোন করুন, নিজের শরীরে সুগন্ধী লোশন বা ক্রিম মাখতে পারেন, হাত-পায়ের নখ কাটুন, নেইল পলিশ লাগান, পরিষ্কার কাপড় পরুন শিশুদের সাথে শিশুদের মত করেই সময় কাটান।

৭. যতটা সম্ভব ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের ও আধ্যাত্মিকতার সাথে দিনটি পালন করুন। এটি যেন নিছক আনন্দ করার একটি লৌকিকতা বা সামাজিকতা না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকুন। হয়তোবা আপনি এই কয়েকটি দিন ঈশ্বরের সাথে একান্তে সান্নিধ্য লাভ করার জন্য ব্যক্তিগত প্রার্থনার সময় বৃদ্ধি বা পালক, পুরোহিত, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদারের সাথে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। অন্য একটি বিষয় স্মরণে রাখুন একজন মানুষের সার্বিক সুস্থতার জন্য শারীরিক, মানসিক, আবেগীয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ের সুস্থতা জরুরী। কাজেই অন্য বিষয়গুলোর প্রতি আপনি সর্বদা যত্নবান থাকলেও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে সর্বদা একটা অনীহা কাজ করেছে। কাজেই এটি আপনার জন্য উপযুক্ত সময় হতে পারে। এছাড়া বড়দিন পালনের সময় যে আচরণ বা রীতি পালন করা হয় যেমন: পাপস্বীকার, ভাই-বোনদের কাছে অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা দেওয়া, অনুশোচনা করা, অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকা ও ভাল কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া এবং একই সঙ্গে খ্রিস্ট প্রসাদ/প্রভুর ভোজ গ্রহণ ইত্যাদি আমাদেরকে মানসিকভাবে ভারমুক্ত, উপশমিতবোধ, পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন এবং নিজেদের আচরণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠি। যা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও আপনি হিলিং হার্ট কাউন্সেলিং ইউনিটের ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিয়োগুলোর সাহায্য নিতে পারেন। পরিশেষে আমরা আপনাকে বলতে পারি যে, রীতিবদ্ধ বড়দিন পালন আপনার সাথে আপনার প্রতিবেশির ও পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারে। এই জন্য আপনার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

শান্তিরাজ যিশু খ্রিস্টের জন্ম তিথি আপনাদের জীবনে অনাবিল শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক এবং প্রকৃতি মাতা পুনরায় তার সজীবতা ও প্রাণোচ্ছলতায় ভরে উঠুক এ কামনা করি। ঈশ্বর আপনাদের শান্তি দান করুক। শুভ বড়দিন!!

প্রথমবার বিলাত ভ্রমণ

পিয়া সরকার

২০১৪ ছেলে আর মেয়ে, দুজনেই লণ্ডনে থাকার দরুণ আমাকে এবার সত্যি বিলেত যেতে হলো।

বিদেশ বলতে কয়েকবার কলকাতায় ও দার্জিলিং গিয়েছি, তবে একেবারে উপমহাদেশের বাইরে এই প্রথমবার। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে রোজার ঈদের ছুটি ও গ্রীষ্মের ছুটি মিলে স্কুলে বেশ লম্বা ছুটি ছিল। সেই সুযোগেই যাওয়া। ভিসা ও টিকেট সব প্রস্তুত। একাই যাচ্ছি, তাই খুব বেশি কিছু সঙ্গে নেওয়া গেল না। ওজনের ব্যাপারও আছে। যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে কর্তা আমাকে নিয়ে হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছাল। মালপত্র বলতে বড় দুটি ব্যাগ আর সঙ্গে আমার হ্যান্ড ব্যাগ। চেক ইন হয়ে যাওয়ার পর কর্তা বার-বার স্মরণ করিয়ে দিল পাসপোর্ট, টিকেট ও পাউণ্ড যাতে সাবধানে রাখি। দাদা দিয়েছিল যাত্রাপথে লিখিত নির্দেশিকা, যেহেতু সেও কয়েক বছর আগে লণ্ডন ঘুরে এসেছে। অবশেষে কর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইমিগ্রেশনের দিকে এগুলাম। সুন্দরভাবে কাজ সম্পন্ন করে গেটের কাছে একটি চেয়ারে বসে ভাবছি দিল্লি হয়ে ২ ঘন্টার ট্রান্সিট। পারব তো সব একা সামলাতে। হঠাৎ চোখে পড়ল মধ্যবয়সী এক মহিলা বার-বার আমার দিকে তাকাচ্ছে আর মুচকি হাসছে। আমি এগিয়ে গেলাম আর আলাপ শুরু করলাম। কি ভাগ্য! ঐ দিদি মুনিপুরিপাড়ায়ই থাকে। যাচ্ছে লন্ডনে তার মেয়ের কাছে। ব্যাস, বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সারাটা পথ দুজনেই কাছাকাছি ছিলাম। দিল্লিতে কর্তাকে না পেয়ে Skype-এ মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। বললাম, তার বাবাকে জানিয়ে দিতে লণ্ডনের প্লেনে শীঘ্রই উঠবো। প্লেনের অভিজ্ঞতা না হয় আর একদিন বলবো। প্লেনে চড়ে প্রভুকে ধন্যবাদ দিলাম আমার প্রতি তার অশেষ অনুগ্রহের জন্য। পথ যেন আর শেষ হতেই চায় না। অবশেষে হিত্রো বিমানবন্দরে প্লেন অবতরণ করলো। আমি ও দিদি (পথের সাথি) দৌড়ালাম লাগেজ আনলাম, তবে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তখন লন্ডনে বিকেল ৬টা। বাইরে বেরিয়ে দেখি ছেলে মেয়ে দুইজনই আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ওদের দেখে পথের সব ক্লান্তি ভুলে গেলাম। ওরা আমার পাতলা রেল ধরতে escalator এ নামাল। নেমেই দেখি স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে। আমরা তাড়াতাড়ি ওঠলাম আর সিট দেখে বসে পড়লাম। ট্রেন সাই সাই করে চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর-পর ঘোষণা দিয়ে প্রতিটা স্টেশনে ট্রেন থামতে, লোক উঠছে, আবার ট্রেন ছুটছে। বাইরে তাকিয়ে দেখি ঝকঝকে নীল আকাশ।

গ্রীষ্মকালে তাই সন্ধ্যা হবে রাত ৮টায়। আমাদের স্টেশনে আসতেই আমরা নেমে পড়লাম। জায়গাটা ইস্ট লন্ডন। নামতে চোখ জুড়িয়ে গেল। চারিদিকে কেবল রং-বেরঙের আর ফুল। মেয়ে বলল, ওদের মেয়র সাহেব এই কাজ করেন গ্রীষ্মকালে। আমি তো অবাক। মেয়ররা এভাবে কাজ করেন মানুষের মনের খোরাক যোগাতে। তবে, হ্যাঁ এ দেশেই তা সম্ভব। যেখানে সরকার থাকা প্রতিটি লোক নিজেকে জনগণের সেবক ভাবে। জনগণের সুখশান্তি দিতে তারা ব্যাতিব্যস্ত। আমরা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে বাসায় পৌছালাম। রাত দশটা বেজে যাচ্ছে তাও দিনের আলো ফিকে হতে চায় না। কয়েকদিন ঘুমের খুব অসুবিধা হলো যেহেতু ওদের সঙ্গে আমাদের দেশের ছয় ঘন্টার পার্থক্য।

এক মাসে লণ্ডনে বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঐ দেশের জীবন পদ্ধতি, রাস্তাঘাট, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রকৃতি ও পরিবেশে ও মানুষজন সব কিছুই উন্নতমানের ও অভিজাত। লণ্ডন হলো এমন একটা শহর যেখানে বহুজাতির মিলনস্থল। সকলেই তারা তাদের সাংস্কৃতিক, ভাষাগত বা ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। লন্ডনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক মিলনমেলা দেখিছি। ২০১৪ তে দেখে এসেছি ওরা তখন মেবাইলের মাধ্যমে গ্যাস ও কারেন্ট বিল প্রি পেইড কার্ড কেনে এবং সে অনুসারে গ্যাস ও কারেন্ট ব্যবহার করে। সব গণপরিবহনে কার্ডের সিস্টেম। কার্ডে টাকা ভরে রাখতে হবে। এবারে তুমি বাসে ওঠ বা ট্রেনে ওঠ ঐ কার্ড Punch করে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবে।

প্রতি শনি ও রবিবার ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে বা লণ্ডনের বাইরে ইউ.কে এর অন্যান্য শহর থেকে হাজার-হাজার লোকজন আসে লন্ডনে বেড়াতে বা কেনাকাটা করতে। তখন ট্রেনে, বাসে জায়গা হয় না। তথাপি এত শৃঙ্খলা ও নিয়ম মেনে সবাই চলে।

প্রায় প্রতিদিনই হয় ছেলে, নয় মেয়ের সঙ্গে লন্ডন শহর চষে বেড়িয়েছি। আর অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করেছি ওদের উন্নত প্রযুক্তির নমুনা। লন্ডন আই, পার্লামেন্ট ভবন, ওয়েষ্ট মিনিস্টার ভবন, সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল, রাণীর বাসভবন বাকিংহাম প্যালেস, লন্ডন ব্রিজ, মিলেনিয়াম ব্রীজ স্বেচ্ছা, হাটলে নীচে নদী দেখা যায়, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ট্রাফালগার স্কয়ার, বহু বিখ্যাত কেল্লা (Fort), বিখ্যাত সব মূর্তি, বহু পুরাতন গির্জা, বড়-বড় পার্ক, লন্ডন কেবল কারে উঠেছি এবং থেমস্ নদীর উপর দিয়ে স্টিমারে ভ্রমণ। আহা! কেবল ভেবেছি বৃটিশ তাদের বুদ্ধি দিয়ে সারা বিশ্ব জয় করেছে আর এখন অন্যান্য মহাদেশ থেকে মানুষ টাকা

(১১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কালের সাক্ষ্য : পর্ব ৩০

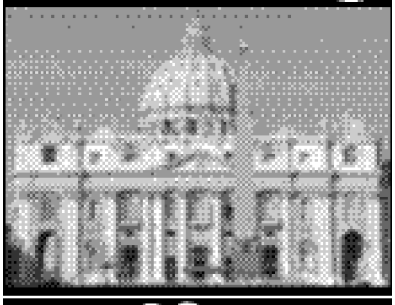

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

খ্রিস্টমণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনা বর্ষচক্র বা পঞ্জিকায় প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন সাধু বা সাধ্বীর পর্ব, মহাপর্ব বা স্মরণ দিবসের উল্লেখ রয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার প্রচলন বহু পুরনো রীতি। আদি মণ্ডলী বা নির্যাতন যুগে *(৩৪-৩১২)* সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের প্রচলন ছিল না। তবে নির্যাতন যুগে পোপ, যাজক, প্রচারক, খ্রিস্টান নেতা বা ধর্মগুরুদের কবরভূমি, সমাধিস্থান ও তাদের জন্ম, মৃত্যুর দিন স্মরণ করে প্রার্থনা করা হতো। কাটাকুম্বসহ আরো ২৩টি কবরস্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেখানে নির্যাতন যুগের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সমাধি দেওয়া হয়েছিল। এ সমাধিগুলো সংরক্ষণ করা হয়। কাটাকুম্বের সমাধিগুলোতে ছোট চ্যাপেল, বেদী, দীপাধারসহ নানাবিধ স্মারক চিহ্নের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বীগণ ঈশ্বরের অতি প্রীতিভাজন ব্যক্তি। তাদের জীবন যাত্রা, খ্রিস্টাদর্শ, ন্যায্যতা তথা ধার্মিক জীবন দেখে মৃত্যুর পর তাদেরকে মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী সম্মানে ভূষিত করা হয়। অবশ্য সাধু-সাধ্বী সম্মানে ভূষিত করার পূর্বে মাণ্ডলীক নানা নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়। তাদের পার্থিব জীবন সম্পর্কে নানা গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং তাদের মধ্যস্থতায় আশ্চর্য কাজের প্রমাণও দেখা হয়। সাধু-সাধ্বীগণ পুণ্যাত্মা, যাদের মাধ্যমে ঐশানুগ্রহ বা কৃপা লাভ করা যায়। খ্রিস্টমণ্ডলীতে অসংখ্য সাধু-সাধ্বী রয়েছে এবং খ্রিস্টীয় উপাসনা পঞ্জিকার মধ্যদিয়ে সময় ও দিন নির্ধারণ করা হয়।

বাংলা ভাষায় সাধু-সাধ্বীদের নানা জীবনী গ্রন্থ রয়েছে তবে সেগুলোকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না কেননা প্রতিদিনের সাধু-সাধ্বীর জীবনী সেখানে নেই। সাধু-সাধ্বীদের জীবন পবিত্রতায় পরিপূর্ণ। যিশু তাঁর শিক্ষায় বলেন, "তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন পবিত্র তেমনি তোমরাও সম্পূর্ণ পবিত্র হও" *(মথি ৫:৪৮)*। গ্রীক Hagios শব্দ থেকে ইংরেজি Holy শব্দটির উৎপত্তি। Holy শব্দের অর্থ পবিত্র, পুণ্য, পুত, বিশুদ্ধ, সাধুজনোচিত ইত্যাদি। ইংরেজীতে Hagiology শব্দটির ব্যবহার রয়েছে যার বাংলা অর্থ হল: 'সাধু মহাপুরুষদের জীবন সমন্ধীয় উপ্যাধ্যানাবলী'। সাধু-সাধ্বীরা পবিত্রতা, সততা ও ধার্মিকতার উৎস হিসেবে মণ্ডলীতে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন। কাথলিক মণ্ডলীতে দীক্ষার নাম, ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ ও কাথলিক প্রতিষ্ঠানসহ সব জায়গায় সাধু-সাধ্বীদের নাম ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। সাধু-সাধ্বীগণ আমাদের প্রতিপালক, রক্ষক ও সহায়তা প্রদানকারী। তাদের মধ্যস্থতায় আমরা পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করি। দ্বিতীয় নিসিয়া (৭৮৭) ধর্মমহাসভায় পুণ্য প্রতিকৃতি, মূর্তি, সাধু-সাধ্বীদের মূর্তি-আইকনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অনুমতি দান করে মণ্ডলী।

লাতিন শব্দ Sanctus থেকে Saint শব্দটির উদ্ভব; যার আভিধানিক অর্থ পবিত্র। পিতা ঈশ্বর হলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। ইহুদী প্রথা এবং পুরাতন নিয়মে পবিত্র পূর্ণ রূপ হলেন স্বয়ং ঈশ্বর *(দ্রষ্টব্য ইসা ৫:১৯; ৬:৩; ৪১:১৪; লেবীয় ২১:১৮-২১; ৩৩:২০)*। পবিত্র নতুন নিয়মে খ্রিস্ট যিশুকে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(মার্ক ১:১৪; লুক ৪:৩; যোহন ৬:৬৯; প্রেরিত ৩:১৪; ৪:২৭, ৩০)*। যিশু পর্বতের উপর উপদেশে ধন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন অন্তরে দীন, ন্যায়বান, দয়ালু, বিনম্র, ধার্মিক, ধর্মনিষ্ঠ, শান্তি স্থাপনকারী ও অন্তরে নির্মল (মথি ৫:১-১২) ব্যক্তিদের। মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী ঘোষণার যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেখানে 'অষ্টকল্যাণ' বাণীর সাথে ভক্তের জীবনাদর্শ, কর্ম-বিশ্বাস পারস্পরিক সম্পর্ক তথা সামগ্রিক জীবন বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়।

আদি মণ্ডলীতে এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দীব্যাপী সাধু-সাধ্বীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার সরাসরি প্রচলন ছিল না বা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা ছিল না। তবে ধর্মশহীদ, সন্ন্যাসী, পরিচালক, বিশপ-পোপসহ সমাজ ও মণ্ডলীতে পরিচিত ধার্মিক ও ন্যায়বান ব্যক্তিকে মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করা হতো। তাদের নামে বা স্মরণে প্রদীপ প্রজ্বলন, প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার রেওয়াজ ছিল। রোমান আইন সংহিতায় ধার্মিক তথা ধর্ম ও সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করে তাদের স্মরণ করা হতো। প্রজ্ঞাপুস্তকেও বলা হয়েছে, "ধার্মিকদের আত্মা ভগবানেরই হাতে; কোন যন্ত্রণাই তাদের স্পর্শ করবে না কখনো" (৩:১)। প্রয়াত সৎ, বিশ্বাসী, ধার্মিক ও ন্যায়বান ব্যক্তিদের কবরগুলো শ্রদ্ধার সাথে চিহ্নিত করা হতো এবং উপাসনায় স্মরণ করতো। ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত ভক্তবিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকজনদের গল্প, কাহিনী, মাহাত্ম কথা, আশ্চর্য কাজের জন্য স্থানীয় বিশপগণ ধার্মিকজন বা সাধু-সাধ্বী হিসাবে ঘোষণা দিত।

৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ পঞ্চদশ জন *(৯৮৫-৯৯৭)* উলড্রিক নামক একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে সাধু হিসাবে ঘোষণা দেন। পোপ ৩য় আলেকজাণ্ডার *(১১৫৯-১১৮১)* ঘোষণা দেন যে, একমাত্র পোপই সাধু-সাধ্বীর নাম ঘোষণা দিতে পারবে। মণ্ডলীতে ধার্মিক-ন্যায়বান ও পুণ্যকর্মে ভূমিকা রাখার জন্য এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুণ্যাত্মাকেই সাধু-সাধ্বী হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হতো। পোপ পঞ্চম সিক্সতুস *(Sixtius- ১৫৮৫-১৫৯০)* রোমান কোরিয়াকে ঢেলে সাজানো এবং মাণ্ডলিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিভিন্ন দপ্তর তৈরী করেন। সাধু-সাধ্বী ঘোষণা দেবার জন্য এই স্বতন্ত্র দপ্তর খোলা হয় এবং পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্ট (১৭৪০-১৭৫৮) ঘোষণা দেন যে, সাধু-সাধ্বী নাম ঘোষণা করা হবে সাধু পিতরের মহামন্দির থেকে।

সাধু-সাধ্বী ঘোষণা দেবার পূর্বে দীর্ঘ সময় ধার্মিক ব্যক্তির জীবন, কাজ ও মণ্ডলীতে অবদান বিষয়টি নিখুঁতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং তাঁর মধ্যদিয়ে আশ্চর্য কাজ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বর্তমানে পোপীয় দপ্তর বা পরিষদের প্রধান ১০টির একটি

হলো “সাধু-সাধ্বী তালিকাভুক্তকরণ সংক্রান্ত কার্যালয় (Congregation for the cause of Saints)। সাধু-সাধ্বী শ্রেণীভুক্তকরণের প্রধান চারটি ধাপ বা পর্যায় হলো

ক) ঈশ্বরের সেবক শ্রেণীভুক্তকরণ (Servant of God): এই পর্বে স্থানীয় বিশপের আবেদনটি পোপের দপ্তর গ্রহণ করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে এবং ‘ঈশ্বরের সেবক’ সন্মানসূচক উপাধি দেন।

খ) পূজনীয় শ্রেণীভুক্তকরণ (Venerable): এই পর্বে খ্রিস্টীয় গুণাবলী, জীবনাদর্শ, কাজ, নৈতিক জীবন, অবদান তথা যাবতীয় বিষয় চুল-চেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা। বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত, সাক্ষাৎকার, নিজস্ব লেখা বই, নথিপত্র, চিঠি ইত্যাদি নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

গ) ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণ (Benediction): ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে আশ্চর্যকাজ বা অনুগ্রহ লাভের বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ঘ) সাধু-সাধ্বী শ্রেণীভুক্তকরণ (Canonization): ধন্য-ধন্যা ব্যক্তির মাধ্যমে কমপক্ষে দু'টি আশ্চর্যকাজ হবার পরই সাধু-সাধ্বী হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। সাধু-সাধ্বীর পর্ব নির্ধারণ করা হয় মৃত্যুদিন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঐশরাজ্যের নাগরিক হয়ে উঠে একজন ভক্তবিশ্বাসী। সাধু-সাধ্বী ঘোষণার প্রক্রিয়াগুলো যথেষ্ট সময় নিয়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়। মণ্ডলীর শিক্ষায় সাধু-সন্তগণ পুণ্যাত্মা; যাদের মধ্য দিয়ে ভক্তবিশ্বাসী অনুগ্রহ-কৃপাশিস পেয়ে থাকে।

কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনায় প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন সাধু-সাধ্বীর পর্ব বা স্মরণ দিবস পালন করা হয়। এই সাধু-সাধ্বীগণ স্বর্গীয় নাগরিক। তারা পুণ্যাত্মা মহামানব। প্রতি বছর ১ নভেম্বর নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্ব পালন করা হয়। যাজকীয় অভিষেক খ্রিস্টযাগে ও পুণ্য শনিবার নিস্তার জাগরণীতে সাধু-সাধ্বীদের স্তবগান করে তাদের মধ্যস্থতায় ঐশানুগ্রহ যাচনা করে প্রার্থনা করা হয়। তাই তারা হলেন আমাদের স্বর্গীয় প্রতিপালক-প্রতিপালিকা। আমাদের অনুনয় তারা শ্রবণ করেন। পিতা ঈশ্বরের নিকট তারা আমাদের অনুনয় ও আবেদনগুলো তুলে ধরেন। আর যেহেতু তারা পিতা ঈশ্বরের অত্যন্ত প্রীতিভাজন সেহেতু তাদের অনুনয়ে তিনি কর্ণপাত করেন। এভাবে সাধু-সাধ্বীদের মধ্যস্থতায় আমাদের সকল প্রার্থনা পূর্ণ হয়। ফলে সাধু-সাধ্বীদের ভক্তবিশ্বাসী আমরা অত্যন্ত খুশী হই এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। মানত পূরণ করি। যখনই কোন সমস্যা বা বিপদাপদের সম্মুখীন হই তখনই প্রিয় কোন সাধু-সাধ্বীর স্মরণ নিই অথবা প্রতিপালক-প্রতিপালিকা সাধু-সাধ্বীর নিকট প্রার্থনা করি।

গোটা কাথলিক মণ্ডলীতেই সাধু-সাধ্বীগণ পূজিত ও সম্মানিত হন। তারা খ্রিস্টভক্তদের স্বর্গের পথে চলার অনুপ্রেরণা দান করেন। প্রলোভন জয় করে খ্রিস্টানুসরণে তারা সহায়তা করেন। ভক্তকে বিপদাপদে সহায়তা করেন। ভক্তের কাতর মিনতিতে সাড়া প্রদান করেন। তাই ভক্তজনসাধারণ তাদের অত্যন্ত ভালবাসেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সন্মান প্রদর্শন করেন। ভক্তগণের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তি ও ভালবাসায় সাধু-সাধ্বীগণ সর্বদা পূজিত ও সম্মানিত হোক এবং তাদের জীবনাদর্শে পথ চলে সকল মানুষ আদর্শ খ্রিস্টানুসারী হয়ে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হোক-এই প্রত্যাশা করি॥

APARTMENT Booking on going...

Project Name : Tejgaon Holy Tower
Plot Location : Holding # 27, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215
Apartment Size : Unit A : 1460 sft. (Appx)
Unit B : 1375 sft. (Appx)
Unit C: 1475 sft. (Appx)
Project Started : January 01, 2020
Hand Over : 36 month + 3 month
Hotline +8801777418111 &
+8801632006925

Strategical Location:
Central Point of Dhaka City
- Tejgaon Holy Rosary Church
- Holy Cross School & Other Colleges
- Hospital Facilities
- Firmgate
- Metro Rail Station
- Bus Station
- Market Place
- Tejgaon Rail Station
- Elevators Express Way

Special Features:
- Rain Water harvesting
- CHINT Solar Powered System
- Electrical Sub Station (Transformer 200KW)
- Fire Fight System
- RCBO-Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection.

Legend:
- Master Bed
- Bed
- Family Living
- Veranda
- Kitchen
- Lift
- Generator
- Children Bed
- Drawing Room
- Dining
- Bath/Toilet
- Lobby
- Stair
- Car Parking

Srijonee Mary Properties Ltd.
147/E, East Razabazar, Tejgaon
Dhaka-1215

লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত: ৪-৪-২০০২ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি. নং-১৯৮/২০০৮
৬১/১, সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তাং- ১৯/১২/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৭ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ রবিবার, বিকাল ৬টায় আর্চবিশপ টিএগাঙ্গুলী মেমোরিয়াল হল-এ (৬১/১ সুবাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, থানা-সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০) অনুষ্ঠিত হবে।

সকল সদস্য/সদস্যাদের এ বিজ্ঞপ্তি অথবা ক্রেডিট পাস বইসহ ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পঙ্কজ পিটার গমেজ
চেয়ারম্যান

রিপন জেমস কস্তা
সেক্রেটারী

লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

বাঙালি জম্পারদের আমেরিকা আবিস্কার

বর্তমানে আমেরিকায় ভারতীয় এবং অনেক শহরে বাঙালিদের দেখা পাওয়া কোন ঘটনাই না। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে পূর্ব বাংলা থেকে যে গুটিকয়েক বাঙালি আমেরিকাতে এসেছিলেন তাদের অনেককে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছিল। আমেরিকা ছিল এক স্বপ্নের দেশ। দেড়শত বছর আগে পূর্ব বাংলা থেকে জাহাজের খালাসীজন, শিপ-জাম্পিং করে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এসেছিলেন। নিজেদের ভাগ্য ফিরাতে তাদের জীবন সংগ্রাম ছিল প্রচণ্ড কষ্টকর। তবে তারা সফল হয়েছিলেন পাশ্চাত্য দেশে স্থায়ী হতে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেনসর্স ব্যুরোতে রাখা নামিপত্রে দেখা যায়, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে তৎকালীন পূর্ব বাংলার কিছু লোক আমেরিকায় এসেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে থেকে যান। তারা সকলেই ছিল শীপ-জাম্পার। জাহাজের খালাসী হয়ে, জাহাজ বন্দরে ফেরার সাথে-সাথে লুকিয়ে, ইমিগ্রেশনকে ফাঁকি দিয়ে তারা অজানা, অচেনা দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করতো। ভারতবর্ষ তখন ইংরেজদের দখলে। সেই সময় ব্রিটিশদের কড়া নজর এড়িয়ে মোট বারোজন বাঙালি নেমে পড়েছিল আমেরিকায়। বেঞ্জামিন নামে এক মার্কিন ব্যবসায়ী তাদেরকে পেনসেলভেনিয়ার নিউ হ্যাভেন পোর্ট থেকে উদ্ধার করে সুপ্রিম কোর্ট থেকে বণ্ড সই করে কাজে লাগান।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় শীপ জাম্পিং ও অভিনব কৌশলে নেমে পড়া জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কোন রুট তাদের জন্য খানিকটা নিরাপদ তা নির্ণয় করে। কোলকাতা এবং হুগলি বন্দর থেকে কোন ব্রিটিশ জাহাজে চড়ে প্রথমে লণ্ডন এবং পরে আমেরিকার নিউইয়র্ক ও এলিস আইল্যাণ্ড অথবা বাল্টিমোর শিপে জাম্পারদের জন্য নিরাপদ ছিল।

নিউইয়র্কের ম্যানহাটেন, হারলেস, লোয়ার ইষ্ট-সাইড, ব্রুকলিন ব্রক্স অথবা ড্রেটয়েটের প্যরাডাইস ভেলি তাদের জন্য গোপনে থাকা সম্ভব ছিল। আমাদের দেশের নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সন্দিপের লোকেরা এই পথের সন্ধান পান। ব্রিটিশ জাহাজে তাদেরকে সপ্তাহে আশি ঘন্টা অমানবিক দৈহিক পরিশ্রম করে অনেকে মারা যেত। তাদের বেতন ছিল অতি সামান্য। তাদের লক্ষ্য ছিল কোনভাবে পোর্টে নেমে; যে কোন কাজ করে দেশে তাদের সংসারে অর্থ পাঠান। সে উদ্দেশে তারা নেমে বৈধ কাগজপত্রের জন্য চুক্তিতে কোন মহিলাকে বিয়ে করে, লণ্ডনে ও আমেরিকায় স্থায়ীত্ব লাভ করতেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে নব শীপে জম্পারদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে, অন্যান্য বাঙালিরা এগিয়ে আসতেন। তারা যারা কিছুদিন আগে পৌঁছেন তারা সহযোগিতার হাত না বাড়ালে প্রচণ্ড শীতে নতুন শীপ জম্পাররা মারা পড়তেন। পুরাতন বাঙালিরা তাদের ঠিকানা দিতেন যেন কাজের সন্ধান করতে পারে এবং তাদের খাবার ও শীতবস্ত্র দান করতেন। তাদের সহযোগিতায় নতুন খালাসীরা বেঁচে যেতেন। কোলকাতা ও হুগলী বন্দরে ঘাট সারেং এর চাকুরি যারা করতো তাদের খুশী করে সাধারণ খালাসীরা জাহাজে চাকুরি-পত্র পেতো। ঘাট-সারেং এভাবে বেশ কিছু অর্থের মালিক হয়ে ওঠে। অনেক সময় পোর্টে জাহাজ ছাড়ার পরে খালাসীদের সার পারমিট দেয়া হত। নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য এবং নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যাতায়াতের জন্য তবে জাহাজ ছাড়ার পূর্বেই তাদেরকে, স্থলবন্দর ত্যাগ করে আবার জাহাজে উঠতে হতো। এটাই ছিল বাঙালিদের বড় সুযোগ। শীপে জম্পারগণ পুলিশ ও ইমিগ্রেশনকে ফাঁকি দিয়ে গা ঢাকা দিতেন। অনেক সময় তারা সাউদার্ন রেলওয়েতে চড়ে আমেরিকার অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে পালাতেন। বার্গল সিপ-জম্পাররা দেশ থেকে আসার সময় বেশ খানিকটা মঙ্গলা, রেশম কাপড়. মসলিন কাপড়, হাতির দাঁত নিয়ে আসতেন, সেগুলো বিক্রি করে তারা কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। বিভিন্ন শহরে তারা বাড়ি ভাড়া নিয়ে গাদাগাদি করে অবস্থান করতেন। এইভাবে কঠিন জীবন-মরণ যুদ্ধে, নিজ বুদ্ধি খাটিয়ে, যে কোন কাজ জোগাড় করে ডলার দেশে কাটাতেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার আদমশুমারিতে নিউ অরলিন্স শহরে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল ৫০ জন, তারা সকলেই বৈধ ছিল। প্যাথসেলডিনায় একজন বাঙালি খলিল উল্লাহ্ এক আফ্রিকান আমেরিকান মহিলার প্রেমে পড়ে। তাকে বিয়ে করে ৭ জন ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে দিন কাটিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তার সন্তানেরা, নাতী-পুতিরা এখনও উল্লাহ্ পদবী নিয়ে বেঁচে আছেন। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে, কিছু স্বপ্নচারী বাঙালি জাহাজের খালাসী হয়ে, কঠিন জীবনযুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে লণ্ডন ও আমেরিকা বিভিন্ন শহরে দেশান্তরী হয়েছিলেন, বসতও গড়েছিলেন। তাদের রেখে যাওয়া পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমেরিকায় ধীরে-ধীরে আমরা আমাদের ইতিহাস নির্মাণ করছি।

এই প্রসঙ্গে বরেণ্য সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর, রম্য উপন্যাস "নোনাজল" এর বাঙালি খালাসী কিভাবে শীপ জাম্পিং করে আমেরিকায় স্থায়ী নাগরিক হয়েছিলেন, সেই ইতিহাসের অসাধারণ চিত্রায়ণ রয়েছে।

জাহাজ বন্দরে নোঙর করার পরেই সমিরুদ্দিনের সাথে আরও ৫ জন বাঙালি জাহাজের পিছন দিয়ে রশি বেয়ে, পানিতে ঝাঁপ দিল। সকলেরই হাতে একটা করে ডেগচি তাতে রাখা আছে তার মানিব্যাগ, জুতা, মোজা ও একটা তোয়ালে। বুক পানিতে ডেগচি ঠেলতে-ঠেলতে তারা নিরবে হল থেকে শহরের উল্টো দিকে চলতে থাকল। মাইল দুয়েক যাবার পর তারা, তীর উঠে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে; অর্ন্তবাস খুলে, প্যান্ট, শার্ট ও জুতা-মোজা পরে তীর ধরে চলতে থাকল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসল এবং দূরে কোথায় যেন ছোট টর্চের আলো দেখতে পেল, সমীরুদ্দিন রয়েছে। তারা আসে সন্তর্পনে পালিয়ে ডেরায় পৌঁছল। সেখানে তারা গা ঢাকা দিল কয়েকদিন। পুলিশের খোঁজাখুঁজি শেষ হলে তারা দাঁড়ি, গোফ কামিয়ে, পুরানো স্যুট-প্যান্ট ও হ্যাট পড়ে নিউইয়র্ক শহরে খুব স্মার্টভাবে, রুটি, বাটার খেতে-খেতে, কাজের সন্ধান করতো। একবার স্যু, টাই পড়ে রাস্তায় নামলে, পুলিশ ধারে কাছে আসতো না মনে করতো স্থানীয় বাসিন্দা নিউইয়র্কের। পুলিশ মনে করতো এবং সমুদ্রতটে এসেছে হাওয়া খেতে। ইতিহাস এখনই সাক্ষ্য দেয়।

সূত্র : বিবেক বণ্ডের "বেঙ্গলি হারলেস এ-লস্ট হিস্টরি" ॥

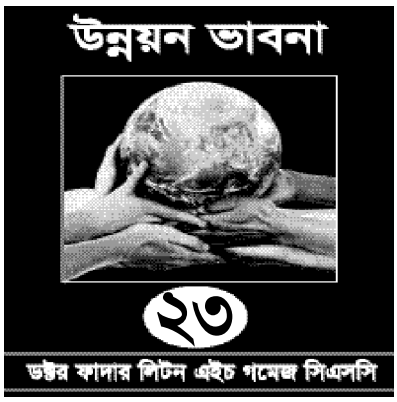

বড়দিন আনন্দোৎসব ও বিশ্রাম উদ্‌যাপন

১. ফিলিপাইন দেশের কার্ডিনাল আন্তনী তাগলে দু'বার বাংলাদেশ সফর করেছেন। কার্ডিনাল মহোদয় বর্তমানে ভাতিকান শহরে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস মহোদয়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন। মানবিক কাজ ও বিশ্রাম সম্পর্কে একটি অনুধ্যানে তিনি বলেছেন- বিশ্রামবারে নিজ পরিবারে সময় কাটানোও একটি অতি মহৎ মানবিক কাজ। পরিবারের আপনজনদের সাথে, সন্তানদের সাথে, স্বামী বা স্ত্রী'র সাথে চা-কফির কাপ হাতে নীরবে গরম বাষ্পের সুবাস নেয়াটাও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। নিজেদের যত্ন করা টবে ফুটন্ত ফুলের মনোরম ও আকষণীয় সৌন্দর্য উপভোগ করাটাও কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নিজের পরিশ্রমে গড়া পরিবার, পবিবেশ, প্রকৃতি, বাড়ির আঙ্গিনা ঘুরে দেখা, রক্ষণাবেক্ষণ করাও কাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস মহোদয় 'লাউদাতো সি' প্রৈরিতিক পত্রে বলেছেন- ধ্যানময় বিশ্রামবার উদ্‌যাপনে আমাদের ভিতরে ও বাহিরের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থা নিরাময় হয়। ধ্যানময় বিশ্রাম আমাদের মানবিক কাজকে নিষ্প্রাণ নিরর্থক কর্মব্যস্ততা থেকে রক্ষা করে, সীমাহীন লোভ-লালসার প্রতিরোধক হিসেবে সহায়তা করে, বিচ্ছিন্নতাবোধের গ্রাস থেকে রক্ষা করে এবং ব্যক্তিস্বার্থ সন্ধানের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখে। অন্যদিকে, বিশ্রামের ফলে আমাদের দৃষ্টিবোধ বৃহত্তর চিত্রের দিকে উন্মুক্ত করে, অপরের অধিকার সম্বন্ধে আমাদের নতুন চেতনা দান করে এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও দরিদ্রদের প্রতি আমাদের দায়বোধকে অনুপ্রাণিত করে *(লাউদাতো সি-২৩৭)*।

২. সৃষ্টির বিবরণীতে "ঈশ্বর তাঁর রচিত সব কিছুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন, সত্যিই তা খুবই ভাল হয়েছে" *(আদি ১:৩১)*। পিতা ঈশ্বর বিস্ময়াভিভূত হয়ে সবকিছু তাঁর অন্তরে আগলে নিলেন, তিনি আহ্বান করেন আমরাও যেন অন্তরের বিস্ময়বোধকে জাগ্রত করি। একমাত্র ধ্যানময় বিশ্রামেই মানবজীবন মৌলিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ভিত্তি- ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি ও বিশ্বসৃষ্টির প্রতি এই বিস্ময়বোধ জাগ্রত হতে পারে এবং আমাদের ভগ্ন সম্পর্ক নিরাময় হতে সুযোগ পায়। এজন্য আমাদের প্রতি সপ্তাহে বিশ্রামবার এবং ধর্মীয় উৎসব দিবস উদ্‌যাপন করার প্রচলন রয়েছে। আনন্দোৎসব ও বিশ্রামের সময় আমরা নবজীবনের তিনটি মৌলিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ভিত্তি- ঈশ্বরের প্রতি, অপরের প্রতি ও বিশ্বসৃষ্টির প্রতি আমরা মনোনিবেশ করতি পারি। তাই খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আনন্দোৎসব ও বিশ্রামের গুরুত্ব নিহিত। অন্যদিকে, পেশাগত শুধু কাজপাগল (ওয়ার্কএহলিক) মানুষ কর্মফলের আনন্দময় মুহূর্তটুকু উপভোগ করতে ভুলে যায়। আমাদের মধ্যে ধ্যানমগ্নতায় বিশ্রামকে অনুৎপাদনশীল ও নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করার প্রবণতা দেখা যায়। এভাবে মানবিক কাজ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেই উপেক্ষা করা হয় *(লাউদাতো সি-২৩৭)*।

৩. কাজ হল কায়িক ও মানসিক শ্রমের ফসল। মজুরি বা বেতনভুক্ত কর্মীরা শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক প্রতিদান পায় যা দ্বারা তারা নৈতিক দায়িত্ববোধের কারণে **প্রথমত:** নিজের, **দ্বিতীয়ত:** আপনজন-পরিবার-আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণ করে এবং **তৃতীয়ত:** অসহায়-বিপদাপন্ন মানুষদের সহায়তা করে *(১ তিমথী ৫:৮)*। কর্মীরা আর্থিক প্রয়োজনে নিয়োগকর্তার ওপর নির্ভরশীল, আবার নিয়োগকর্তা কায়িক ও মানসিক শ্রমের জন্য কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল। অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি অন্তর থেকে প্রকাশ করে থাকে- প্রতিষ্ঠানে কাজ করে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সন্তানদের আজ ভাল পড়াশুনা করাতে পেরেছে। আবার পরিসম্পদ যা প্রতিষ্ঠা করেছে সবই প্রতিষ্ঠানের বদৌলতে হয়েছে। অর্থাৎ কর্মীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রদান করেছে আর্থিক সুবিধা পারিশ্রমিক যা সঠিক ব্যবহার করে কর্মী নিজে পরিতৃপ্ত।

৪. কাজের মাধ্যমে একজন কর্মী সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত গুণ, ক্ষমতা ও দক্ষতার বিনিয়োগ করে। কাজের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্নে আমরা আহুত। পিতা ঈশ্বর যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তাঁকে আমরা সম্মান করি যখন সৃষ্টির যত্নকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। এটা আমাদের বিশ্বাসের অঙ্গিকারপূরণ। আমরা মানুষকে ও সৃষ্টিকে সুরক্ষা করতে আহুত। ঈশ্বরের সৃষ্টির সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে বিশ্বাস চর্চা করি। সৃষ্টিকর্তা আমাদের আদেশ দিয়েছেন পৃথিবী নামক বাগানটি "চাষ করতে ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে" *(আদি ১-২)*। সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেছেন- সৃষ্ট পৃথিবীতে, প্রকৃতির প্রতি ও সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসীদের দায়িত্ব তাদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অংশ *(লাউদাতো সি-৬৪)*। তাই আমরা পেশাগত বা ব্যক্তিগত যে কাজই করি, আমরা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্নে নিয়ে থাকি।

৫. একজন কর্মী শুধুমাত্র চূড়ান্ত কর্মফলে নয় বরং কাজ সম্পাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে নিজের অন্তরে বিস্ময়বোধ অনুভব করে থাকে কারণ সৃষ্টিকর্তা তাকে দক্ষতা ও ক্ষমতা দিয়েছেন। কাজ সম্পাদনে কর্মী পরিতৃপ্ত হয়, সমাজবদ্ধ মানুষের মঙ্গল বা কল্যাণ হয় এবং সৃষ্টিকর্তা মহানুভবতা প্রকাশিত হয়। এটা বুঝা তখনই সম্ভব যখন কর্মী তার কাজের দিকে ধ্যানময় বিশ্রামে তাকিয়ে বিস্ময়বোধ প্রকাশ করতে পারে।

৬. কাজের মাধ্যমে মঙ্গলবাণী প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। খ্রিস্ট যিশু সমাজগৃহে, প্রকাশ্যে জনসমক্ষে বা জনসাধারণের ভিড়ে বাণীপ্রচার করেছেন। খ্রিস্ট যিশুর লক্ষ্য ছিল- হারানো মেষদের খোঁজ করা, নতুন জীবন দেয়া ও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ শিক্ষাদান করা। আবার খ্রিস্ট যিশু মার্থা ও মারীয়ার পরিবারে, শিষ্য পিতরের শ্বাশুড়ির গৃহে, করগ্রাহকের বাড়িতে, কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে পারিবারিক ও সামাজিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে ঐশশক্তির মহিমা প্রকাশ করেছে। আমরা যখন নিজ পরিবার আপনজন নিয়ে থাকি আমরা কিন্তু খ্রিস্ট যিশুর নীরব উপস্থিতিতে আছি, তার অনুসারী শিষ্য হিসেবেই আছি। যিশু কাজের মাঝে ধ্যানময় বিশ্রামে প্রার্থনায় সময় কাটিয়েছেন, আবার নতুনভাবে কাজ শুরু

করেছেন। আমাদের শ্রম ও কাজ সম্পর্কে স্বর্গীয় পিতার অন্তর অনুধাবন করতে বাইবেলের সহায়ক অংশ- আদি পুস্তক ১-২, ইসাইয়া ৬৫, প্রত্যাদেশ ২১-২২, এফেসীয় ৪ : ১১-১৩, রোমীয় ৮;২১, কলসীয় ৩:২৩-২৪ এবং গালাতীয় ৫:১৯-২৩। সুতরাং কাজের প্রতি কর্মীদের আগ্রহ-উৎসাহ, সততা ও নিয়ত পরিশ্রম কর্মস্থান ও কর্মপরিবেশকে রূপান্তরিত করে পরম পিতার মহাকীর্তি প্রকাশ করতে পারে।

৭. খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে খ্রিস্ট যিশু আমাদের প্রত্যেককে তাঁর ভালবাসা, ত্যাগস্বীকার ও সেবাকাজ অনুকরণ করে স্বর্গীয় পিতার মত দয়ালু হতে আহ্বান করেন *(লুক ৬:৩৬)*। প্রতিদিনকার জীবন যাপনে বৈচিত্র্যময় কাজে আমরা খ্রিস্টের আহ্বানে সাড়াদানের সুযোগ পাই, আমাদের কাজসমূহের ভিত্তি ও প্রকাশ তিনটি ঐশগুণের সমন্বয়, এগুলো হলো– বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা। আমাদের কাজে বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা প্রকাশকে দয়া, দয়ার কাজ বা দয়াশীলতা বলে থাকি। দয়ার কাজসমূহ দুই ভাগে চিন্তা করে থাকি- **(ক) দৈহিক দয়ার কাজ :** যেসব দয়ার কাজ অন্যের বাহ্যিক প্রয়োজন পূরণে সহায়ক ও **(খ) আধ্যাত্মিক দয়ার কাজ :** যেসব দয়ার কাজ অন্যের মন-হৃদয়-আত্মার প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। অসুস্থ, বৃদ্ধ ও বিপদাপন্নদের পাশে বসে থাকা, ফোন করে খোঁজ-খবর নেয়া, ভাল পরামর্শ দেয়া-নেয়া, কারো দুঃখ-কষ্টের কথা মনোযোগসহ শোনা সবই আধ্যাত্মিক দয়ার কাজ। যা কেবলমাত্র ঈশ্বরের সাথে, নিজের সাথে, অপরের সাথে ও বিশ্বসৃষ্টির সাথে মিলনবন্ধনে আবদ্ধ থাকলেই আমরা তা করতে পারি।

৮. করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষা পেতে অবরুদ্ধ সময় বাধ্য হয়ে মানবিক কর্মব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে ধ্যানময় বিশ্রামে সময় কাটাতে সুযোগ পেয়েছি। এই অবরুদ্ধ সময় আমাদের ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে- মানুষ হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি চেতনায় আনতে হবে তা হল- আমাদের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উচিত একে-অন্যকে সহায়তা করা, বিশেষত যারা বৃদ্ধ, অসুস্থ ও বিপদাপন্ন। নিজেরা অতিভোগ ও অতিউৎপাদনে ব্যস্ত থাকলে সৃষ্টির আর্তনাদ ও দরিদ্র বিপদাপন্নদের আর্তনাদের জন্য দায়ী হতে থাকব।

৯. এই অবরুদ্ধ সময় আমাদের ভাবতে সুযোগ দিয়েছে- আমাদের স্বাস্থ্য খুবই মূল্যবান। আমরা রাসায়নিকের সাথে দূষিত পুষ্টিকর খাবার খেয়ে ও পানীয় জল পানের মাধ্যমে নিজেকে অবহেলা করে আসছি। আজ থেকে আমরা যদি আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান না হই, তাহলে আমরা আরো বড় কোন স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে হতে পারে। এ সময় অতিভোগে আসক্তির কারণে পণ্য মজুদ করতে, টয়লেট পেপার কিনতে, লবণ কিনতে, পিঁয়াজ কিনতে হুড়াহুড়ি করা একটা হাস্যকর কাজ, লজ্জিত হওয়ার বিষয়।

১০. এই অবরুদ্ধ সময় আমাদের ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে- বর্তমান আমরা কী ধরণের বস্তুবাদী হয়েছি। আমরা অতিভোগ ও অতি উৎপাদনে ব্যস্ত হয়ে বিশ্বসৃষ্টিকে ক্ষত-বিক্ষত করেছি। জীবনের এই কঠিন সময়ে বুঝতে শিখেছি যে আমাদের অতি দরকারী বিষয়সমূহ হল আমাদের নিত্য ব্যবহার্যসামগ্রী যেমন- খাদ্য, জল, ঔষধ অথচ বিলাসিতার জন্য আমরা কখনও-কখনও মরিয়া হয়ে ছুটে চলছি।

১১. এই অবরুদ্ধ সময় আমাদের ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে- পরিবার ও পারিবারিক জীবন আমাদের কাছে কতটা মূল্যবান। আমরা খুজঁছি- পরিবার তুমি কোথায়? অথচ এটিকে আমরা কতটা অবহেলা করে থাকি। করোনা আমাদের নিজ ঘরে অবরুদ্ধ করছে, বুঝেছি পরিবারই আশ্রয়স্থল। আমরা পরিবারকে গুরুত্ব দিচ্ছি এবং আপনজনদের সাথেই আছি। পরিবারই প্রার্থনার গৃহ হয়ে উঠেছে, সৃষ্টিকর্তা পরিবারে নীরব অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন। এভাবে ধ্যানময় বিশ্রাম উদ্‌যাপন আমাদের জীবনের মৌলিক বিষয়সমূহ বুঝতে সক্ষম করে তুলেছে।

১২. করোনাভাইরাসের এই অবরুদ্ধ সময় আমাদের ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে- শুধু পেশাগত কাজে ডুবে কাজপাগল (ওয়ার্কএহলিক) হয়ে থাকতে আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি অথচ আমরা কেউ-কেউ তা-ই করে থাকতে পছন্দ করি। পোপ মহোদয় আমাদের যত্নবান হতে পরামর্শ দিয়েছেন, ধরিত্রির সুরক্ষা করা ঈশ্বরের নিকট থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব। পিতা ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টির কাজে বিশ্রাম নিয়েছেন, বিস্ময়বোধ প্রকাশ করেছে 'সত্যিই তা খুব ভালই হয়েছে।' ধর্মীয় শিক্ষায় প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম দিবস উদ্‌যাপনের নির্দেশনা আমরা পেয়েছি। বড়দিনকাল আমাদের জীবনটা শুধুই খ্রিস্টের সাথে, নিজের সাথে, অপরের সাথে ও বিশ্বসৃষ্টির সাথে আনন্দোৎসব এবং বিশ্রাম উদ্‌যাপন করতে সুযোগ দেয়। তাতে আমাদের ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের পরিবেশ, মানব পরিবেশ ও প্রকৃতি পরিবেশ নিরাময় হতে পারে। বড়দিন আনন্দোৎসব ও বিশ্রাম উদ্‌যাপনকে অনুৎপাদনশীল ও নিষ্প্রয়োজন নিষ্ক্রিয়তা বা কর্মহীনতার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র মনে করতে হবে। যা অন্যরকমভাবে আমাদের অন্তরে কাজ করে, যা হচ্ছে আমদের সত্তারই নবায়ন *(লাউদাতো সি-২৩৭)*। আসুন, বড়দিন আনন্দোৎসব ও বিশ্রাম উদ্‌যাপন করি এবং ঈশ্বরের সাথে, নিজের সাথে, অপরের সাথে ও বিশ্বসৃষ্টির সাথে আমাদের সম্পর্ক নিরাময় হতে দিই।

শীত

ইভেট মিথিলা নাথানিয়েল

হেমন্ত নতুন ফসল দিলো,
ঠাণ্ডা নিয়ে শীত এলো।

কম্বল গায়ে শুয়ে সবাই,
সকালের নাস্তায় পিঠা চাই।

হরেক পিঠা - পায়েস,
খেতে সবার লাগে বেশ।

খেঁজুর গাছে রসের হাঁড়ি,
খেতে লাগে মিষ্টি ভারি।

শিশির ভেজা সকাল বেলায়,
পাখির গানে মন হারায়।

নানা রকম পরিযায়ী পাখি,
দেখলে সবার জুড়ায় আঁখি।

মাঠে-মাঠে ব্যাটমিন্টন খেলা,
হাঁটে হাঁটে সবজির মেলা।
গাছের পাতা ঝরে পড়ে,
সবাই শীতের কাপড় পড়ে।

ছয় ঋতু বারো মাসে,
কুয়াশা নিয়ে শীত আসে।

মিলে থাকে ভালো - মন্দ,
মনে জাগায় নতুন ছন্দ।

রাক্ষুসে করোনা

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ

২য় শ্রেণী, হলিক্রস স্কুল

ও রাক্ষুসে করোনা তুই কবে যাবিরে?
তুই গেলে আমরা সবাই রক্ষা পাব রে,
তোর জন্য সবাই আজ ভয় পাচ্ছে রে
তুই গেলে আমরা সবাই রক্ষা পাব রে।

ও রাক্ষুসে করোনা তুই কবে যাবিরে?
তুই গেলে আমরা সবাই রক্ষা পাব রে,
তোর জন্য অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে রে
তুই গেলে আমরা সবাই রক্ষা পাব রে।

অঞ্জলী'র বড়দিন

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

আজ বড়দিন। অঞ্জলী তাই খুব সকাল সকাল ঘুম হতে উঠে দাদু ও দিদাকে নতুন কাপড়ে প্রস্তুত করে এবং নিজে প্রস্তুত হয়ে বড়দিনের মহাখ্রিস্টযাগে যোগ দিতে গির্জার উদ্দেশে রওনা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর সরাসরি চলে আসে বাড়িতে এবং দাদু দিদাকে নিয়ে বড়দিনের কেক কেটে ও খেয়ে নাস্তাপর্ব শেষ করে। অতপর দিদার সাথে রান্নার কাজে লেগে পড়ে। বড়দিন মানেই শীতের শীতল আমেজ। রান্নাবান্না শেষ করে দাদু দিদাকে নিয়ে উৎসবময় বড়দিনের প্রীতিভোজ শেষ করতেই যেন সূর্যটা ধীরালয়ে পশ্চিম দিগন্তে হেলান দিচ্ছে। খাওয়া শেষ করে দাদু বিশ্রামে চলে যায়। আর অঞ্জলী দিদাকে নিয়ে দক্ষিণমুখী বারান্দায় বসে গল্প করছে। ওদিকে এরই মধ্যে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা সম্মিলিতভাবে বাড়ি-বাড়ি বড়দিনের কীর্তনে বের হয়েছে। অঞ্জলী দিদার সাথে বড়দিনের সেকাল ও একাল নিয়ে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। কিন্তু হঠাৎ করেই অঞ্জলী গল্প বন্ধ করে দেয়। সে একদম চুপ হয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। দিদা জিজ্ঞেস করে, কিরে তোর কি হয়েছে? হঠাৎ করে একদম চুপ হয়ে গেলি কেন?

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অঞ্জলী বলে, দিদা, সুন্দর এই পৃথিবীতে আমি বড় অভাগী একজন মেয়ে তাই না? কেনরে আজকের এই দিনে তোর এই প্রশ্ন? আজকের দিন তো আনন্দের দিন, আজ মন খারাপ করতে নেই। শোন দিদা, আমি কত অভাগী, জন্মের সাথে সাথেই মা হারলাম; তারপর বাবাকেও জন্মের পর দেখতে পাইনি।

ওরে থাক না ও সব কথা আজ। তুই একজন স্বনামধন্য স্কুলশিক্ষিকা। তোকে বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই। শুধু বলবো, আজকের দিনে তোর মুখে এসব কথা মানায় না। দেখ, ঈশ্বর মহান, তিনি যা করেন নিশ্চয়ই মানুষের ভালর জন্যই করেন। কারণ ঈশ্বর আমাদের সর্বদা মঙ্গল চান।

: ভালোর জন্য মানে? কি বলতে চাও দিদা তুমি?

: হে হতভাগী আমি আজকের শুভ দিনে অতীতের সব ভুলে যেতে চাই। কারণ অতীত মানুষকে শুধুই কষ্ট দেয়।

: দিদা, তুমি অতীতের কি কেন ভুলে যেতে চাও আমাকে খুলে বলো দয়া করে।

: আজ না রে, অন্য একদিন বলবো। আজ শুনলে তোর মন খারাপ হবে। আজ মন খারাপ করতে নেই।

: দিদা, অন্যদিন নয় আজ এবং এখনই সব খুলে বলতে হবে, আমি সব শুনতে চাই, আর তা না হলে আমি.....।

শোন, তাহলে। 'তোর দাদুর সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়ের দীর্ঘ সাত বছর পর অনেক সাধনা ও প্রার্থনার ফলস্বরূপ আমাদের ঘর আলোকিত করে আসে একমাত্র পুত্র সন্তান। ওকে লেখাপড়া শিখালাম। লেখাপড়ায় ও বরাবরই খুব ভাল ছিল। লেখাপড়া শেষ করে ঢাকার মতিঝিলের এক অফিসে অফিসার হিসেবে চাকুরী জীবন শুরু করে। সে সময় তোর মা হলিক্রস কলেজের ছাত্রী। সে মনিপুরীপাড়ায় শান্তিরাণী সিস্টারদের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো। তেজগাঁও গির্জার এক অনুষ্ঠানে তোর বাবার সাথে তোর মায়ের পরিচয়। অতপর তাদের পবিত্র ভালোবাসা মেনে নিয়েই মহাধূমধামে বিয়ে করালাম। বিয়ের পর তোর মা সেন্ট মেরীস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হিসাবে নতুন জীবন শুরু করে। আমাদের ছোট সংসার। তোর বাবা প্রতি বৃহস্পতিবার দুই দিনের ছুটিতে ঢাকা হতে বাড়িতে আসতো। জানিস, তোর বাবার অপেক্ষায় প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর হতেই তোর মা রাস্তার দিকে বার-বার তাকাতো কখন আসবে। সংসারে চারজন মিলে আমরা বেশ সুখেই ছিলাম। বিয়ের ছয় মাস পর তুই তোর মা'র গর্ভে আসার সংবাদে আমাদের সংসারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আমরা নতুন মানুষের আগমনের প্রস্তুতি নিতে থাকি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত। তোর মা তখন সাত মাসের গর্ভবতী। হঠাৎ করে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে তোর বাবা বাড়িতে আসছে না। তখন মোবাইল আসেনি এবং তোর বাবার অফিসের টেলিফোন নম্বরও আমাদের কাছে ছিল না। আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। তোর মায়ের খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ। সারাক্ষণ নীরবে বসে-বসে কাঁদে তোর বাবার আসার অপেক্ষায়। সকল আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ করেও কোন খবর পেলাম না। ভাগ্যবশত তোর মা'র কাছ হতে তোর বাবার আরামবাগের মেসের একটা ঠিকানা নিয়ে তোর দাদু ঢাকা যায় খুঁজতে। মেসে গিয়ে জানতে পারে, তোর বাবা অনেকদিন যাবৎ মেসেও আসে না। মেসের একজনের কাছ হতে তোর বাবার মতিঝিলের অফিসের ঠিকানায় গিয়ে জানতে পারে তিন সপ্তাহ ধরে অফিসেও অনুপস্থিত। অতপর তোর মা'র নীরব কান্না আর বেড়ে যায়। আমি ও তোর দাদু তোর মা'কে অনেক বুঝালাম। কিন্তু সে চিন্তায় চিন্তায় নিজেকে শেষ করে দেওয়ার পথে। সারাক্ষণ শুধু তোর বাবার পথ পানে চেয়ে কাঁদে। দেখতে-দেখতে তোর মায়ের ডেলিভারির সময় হয়ে এলো। গির্জার সিস্টাদের হাসপাতালে আমি ভর্তি করলাম। হাসপাতালে ভর্তির পর বিছানায় শুয়ে কেঁদে-কেঁদে তোর বাবার কথাই শুধু বলতো। শারীরিকভাবে দুর্বল থাকায় প্রায় ত্রিশ ঘন্টা পর অনেক কষ্টে তোর মার পবিত্রকুলে তোর জন্ম হলো। কিন্তু তোর মা'কে শত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলাম না'- বলেই দিদা কাঁদতে লাগলো একদম শিশুর মতো করে।

অঞ্জলী দিদার কথা শোনে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। জন্মের পর সুন্দর পৃথিবীতে মাকে দেখেনি, তাই মায়ের পবিত্র মুখ কল্পনার জগতে ভাবতে থাকে সে। কান্না আর থামে না। দিদা অঞ্জলীর মাথায় আদর দিয়ে বলে; ওরে আমার আদরের হতভাগী, আজ কাঁদতে নেই। আজ শুভ বড়দিন। আজ যিশুর জন্মদিন। আজ আনন্দের দিন। খুশীর দিন। মিলনের দিন। এরই মধ্যে কীর্তনের দল অঞ্জলীর উঠানে বড়দিন কীর্তন গান ধরেছে আর তখনই হাত-মুখ ধুয়ে আনন্দমনে কীর্তনদলের সাথে একাত্ম হয়ে অঞ্জলী গেয়ে উঠলো প্রিয় কীর্তন "বড়দিন বড়দিন বড়দিন, প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন, আনন্দের দিন, মুক্তির দিন, বড়দিন"॥

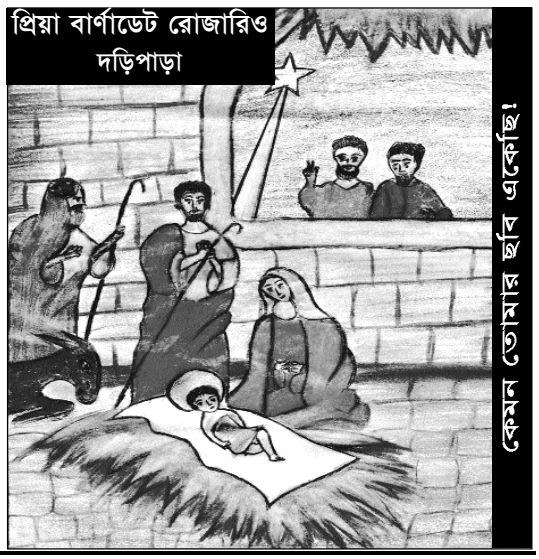

অল্পতেই অধিক আনন্দ

উচ্ছাস এ রোজারিও

যা পেয়েছ এ জীবনে, তা নিয়েই খুশী থাক। একদা এক ছিল ছোট্ট বালক। নাম তার রাজু। তারা ৫ ভাই বোন। তাদের পরিবার খুব গরীব। অভাবে অনেক কষ্ট করে দিন কাটে তাদের। তার মা-বাবা অন্যের বাড়িতে কাজ করে, তাদের লালন-পালন করে। আর রাজু হলো পরিবারের বড় সন্তান। তার ওপর অনেক দায়িত্ব ন্যাস্ত। ছোট ভাই বোনদের দেখাশুনা করা, তাদের যত্ন নেওয়া। বছর ঘুরে, বড়দিন আসে সবার ঘরে-ঘরে। কিন্তু রাজুদের পরিবারে বড়দিন একটু ভিন্ন। যেহেতু তাদের পরিবার গরীব, সেহেতু তাদের বড়দিনের আনন্দ একটু ভিন্নতরই হবে। যতই হোক বর্তমান যুগ বলে কথা। বড়দিন মানে আমরা জানি, নতুন পোষাক নানান রকম খাবার, নানান রকম পিঠা-পুলি ও অনেক জায়গা ঘুরতে যাওয়া-প্রভৃতি। কিন্তু এর কোনটাই ভালোভাবে

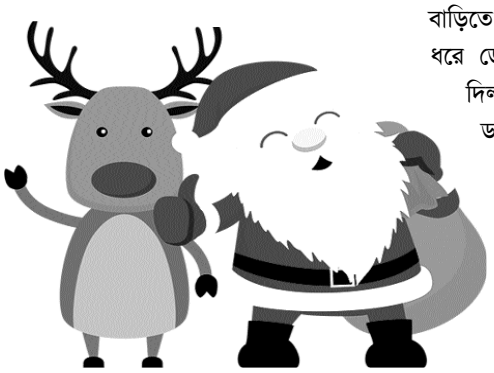

তাদের পরিবারে হয় না। প্রতি বছরের ন্যায়, এই বছরও রাজুর মা-বাবা অন্যের বাড়িতে-বাড়িতে কাজ করে একটু বেশি রোজগার করেছে। কারণ বড়দিন বলে কথা। বাড়ির জন্য খাবার, নানান রকম দ্রব্যসামগ্রী কেনা ও ছেলেমেয়েদের কিছু দেওয়া ইত্যাদি। রাজুর মা-বাবা, তাদের আয়ের টাকা দিয়ে অল্প অল্প করে সবই কিনে আনল। শেষে তারা তাদের চার ছেলে মেয়ের জন্য কিছু কাপড় কিনল। কিন্তু রাজুর জন্য কিছু কেনার তাদের হাতে আর টাকা ছিল না। যখন তারা বাড়িতে এলো, আর তাদের সন্তানদের নাম ধরে ডেকে-ডেকে যার যার নতুন কাপড় দিল। শেষে রাজুকে তার মা আলাদা ডাক দিয়ে বলল, বাবা এবার তো তেমন টাকা নেই, তাই তোর জন্য কিছু কিনিনি।

আর তোর ভাইবোনেরা তো ছোট তাই ওদের কিছু দিলাম রাগ করিস না। রাজু মৃদু সুরে বলল, অসুবিধা নেই মা! আমার কিছু লাগবে না। তুমি আমার ভাইবোনদের দিয়েছ, আর তা পেয়ে ওরা যে খুশী। তাদের খুশীতেই, আমার খুশী। তারা আনন্দ পেলেই আমি আনন্দ পাব। তৎক্ষণাৎ তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। আর বলল, বাব তুই বেঁচে থাক!

মূলশিক্ষা : এই ছোট্ট অসমাপ্ত গল্পটি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় অধিক পাওয়ার থেকে অল্পতেই প্রকৃত সুখ নিহিত॥

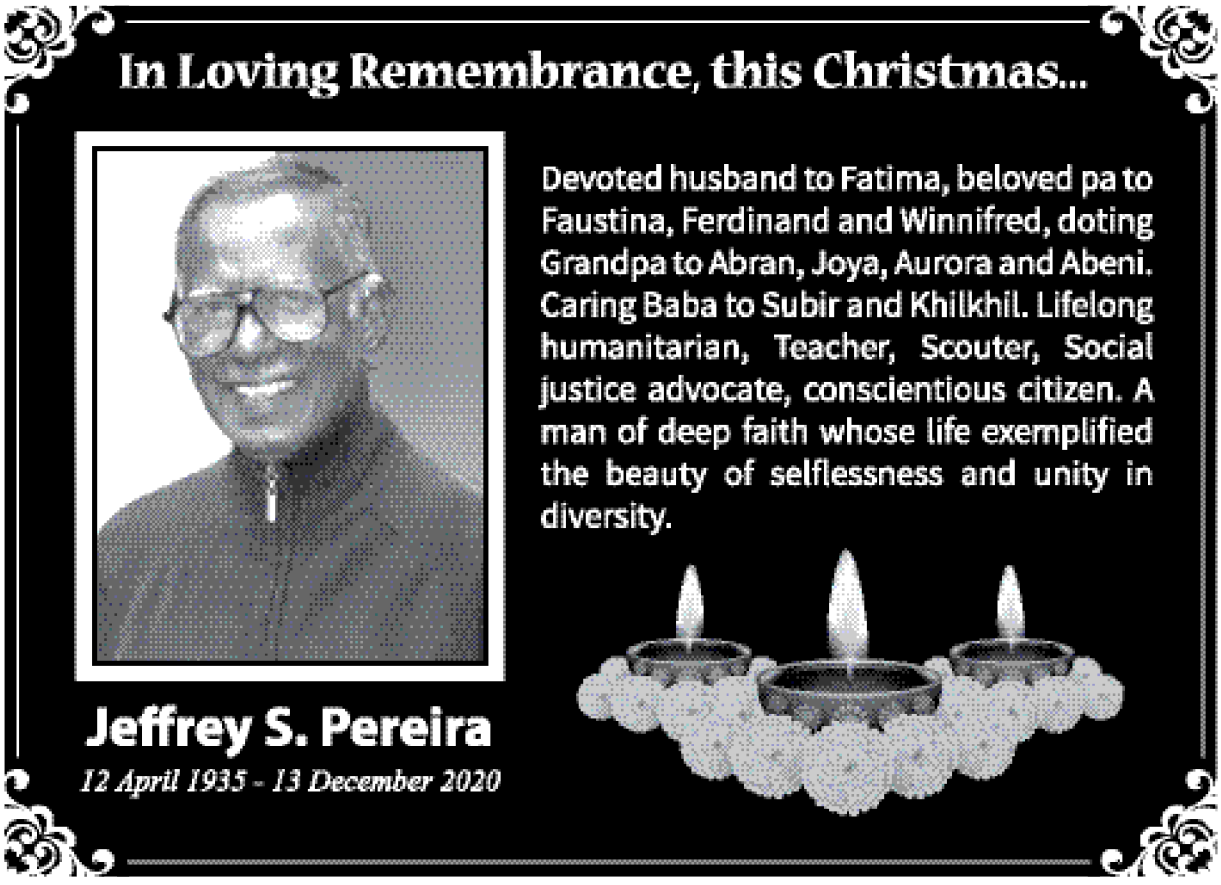

রক্তের ঋণ

খোকন কোড়ায়া

সাতদিন পর ঢাকায় এলাম। এনজিওর চাকুরি, কোভিড-১৯-এর কারণে কাজ কমেনি বরং বেড়েছে। এই যে প্রায় এক সপ্তাহ কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করে এলাম, বড় ভয়ে-ভয়ে ছিলাম। যেখানে মানুষ ঘরে বসে সংক্রমিত হচ্ছে সেখানে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম ধারণা নেই সেসব প্রান্তিক মানুষদের সংস্পর্শে থাকাটা বিপদজনকই বটে। তবে উপায় নেই, চাকুরি রক্ষা করতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হবে।

দুটি মোবাইল সেটে দুটি সিম আছে আমার। একটি অনেক পুরনো, ঐ নম্বর থেকে আমি সাধারণত কল করি না তবে সচল রাখি কারণ নতুন নম্বর জানা থাকলে বা জানা না থাকলেও অনেকে ঐ পুরনো নম্বরে কল করে বসে। কক্সবাজার যাওয়ার সময় পুরনো সিমওয়ালা সেটটা বাসায় রেখে গিয়েছিলাম। ঢাকায় এসে আলমারি খুলে সেটটা বের করলাম, দেখি কোন কল এসেছে কি না। আমি কক্সবাজার যাওয়ার পরের দিন এবং তার পরের দিন একটি নম্বর থেকে বিশটি কল এসেছে। অপরিচিত নম্বর, কলব্যাক করবো কি করবো না ভাবতে ভাবতে কল করেই ফেললাম। রিং হচ্ছে, ও প্রান্ত রিসিভ করছে না। আবারও করলাম, একই অবস্থা। এবার জেদ চেপে গেলো আমার। পঞ্চম বারের মাথায় ও প্রান্তের শব্দ শোনা গেলো -হ্যালো। ক্লান্ত ভেজা-ভেজা পুরুষ কণ্ঠ। বললাম, এই নম্বর থেকে আমার মোবাইলে বেশ কয়েকটি কল এসেছে, তাই কলব্যাক করলাম। ও প্রান্ত-আপনি কি ডেভিড রোজারিও?

- হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?

- আমি আরিফুল ইসলাম, আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনাকে এতবার ফোন করা হল, আপনি ধরেননি কেন?

- আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম কয়েকদিন, ফোনটা রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফোন করেছিলেন কেন?

- কেয়া মানে আ-মা-র স্ত্রী...

- আপনি কি অসুস্থ?

- ...বলতে পারেন। যা বলছিলাম...আমার স্ত্রী কেয়া আপনাকে ফোন করতে বলেছিলো।

- আপনার স্ত্রী, কেয়া? কিন্তু কেন?

- আপনার কি মনে পড়ে আজ থেকে দশ বছর আগে রোড এক্সিডেন্ট করে আপনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিলো আপনার । আপনার স্ত্রী এবং আপনার পরিবারের লোকজন আপনার রেয়ার গ্রুপের রক্ত যোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। তখন ঐ হাসপাতালেরই একজন জুনিয়র নার্স রক্ত দিয়ে আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো, তার নামই কেয়া।

দশ বছর খুব বেশি সময় নয়। সবকিছুই স্পষ্ট মনে আছে আমার। অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলাম বাইক চালিয়ে। রাস্তাটা ছিলো ভাঙ্গা। হঠাৎ পিছন থেকে একটি প্রাইভেট কার ধাক্কা দেয়। আমি ডিগবাজী খেয়ে একটা রিক্সার উপর গিয়ে পড়ি আর আমার বাইকটা চলে যায় অন্যদিকে। রিক্সার চেইন লেগে এবং ভাঙ্গা রাস্তার ঘষা খেয়ে আমার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। পথচারীরাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আশ্চর্যভাবে আমার মোবাইল ফোনটা অক্ষত ছিলো। হাসপাতালে নেয়ার পথে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে একটি কল করে আমার স্ত্রীকে অবস্থা জানাই।

আমার প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তাররা দ্রুত দুই ব্যাগ রক্ত যোগাড় করতে বললেন। আমার রক্তের গ্রুপ খুবই বিরল, এ বি নেগেটিভ। আমার স্ত্রী এবং আমার ছোট ভাই অনেক কষ্টে এক ব্যাগ রক্ত যোগাড় করলো কিন্তু ওরা যখন অনেক চেষ্টা করেও দ্বিতীয় ব্যাগ যোগাড় করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে ওটির সামনে বসে পড়লো তখন ঐ হাসপাতালেরই একজন জুনিয়র নার্স আমার স্ত্রীকে বললো- আপু ঘাবড়াবেন না, আমার গ্রুপও এবি নেগেটিভ, আমি রক্ত দেবো। সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরার আগে বিশ/একুশ বছরের ঐ মেয়েটিকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার জন্য। মেয়েটি টাকা নেয়নি। বলেছিলো- আমি রক্ত বিক্রি করি না। এই যে আপনি আমার রক্তে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এতেই আমি খুশী। শেষে মেয়েটির হাতে আমার ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বলেছিলাম, যদি কখনো কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমাকে যেন ফোন করে। আজ এত বছর পরে... নিশ্চয়ই কোন সমস্যায় পড়েছে।

বললাম - হ্যাঁ, সব মনে আছে। আপনার স্ত্রী এখন কেমন আছেন? আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন কেন?

- রক্তের জন্য।

- রক্তের জন্য!

- হ্যাঁ, রক্তের জন্য। কেয়া খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। পেপটিক আলসার থেকে ওর ইন্টারন্যাল ব্লিডিং হচ্ছিলো। আপনার কথা ও আমাকে আগেই বলেছিলো। হাসপাতালে নেয়ার আগে আপনার কার্ডটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলো-যদি রক্তের প্রয়োজন হয় তবে এই ভদ্রলোককে ফোন দিও।

-উনিতো নিজেওতো একজন সেবিকা, ডাক্তারদের সঙ্গেই তার কাজ, আলসারের এত জটিল অবস্থা হল কেমন করে?

-আমাদের বিয়ের দু'বছর পর ও চাকরি ছেড়ে দেয়, ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না বলে। আর করোনার ভয়ে ওকে অনেকদিন ডাক্তারের কাছে নেয়াও হয়নি।

-এখন উনি কেমন আছেন? হাসপাতালে না বাসায়? যদি রক্তের প্রয়োজন হয়, আমাকে ঠিকানা দিন আমি আসছি।...আপনি কাঁদছেন!

- ... রক্তের আর প্রয়োজন নেই রোজারিও সাহেব। আজ তিনদিন হল কেয়া আমাকে ফেলে চলে গেছে না ফেরার দেশে।

আরিফুল ইসলাম কাঁদতে লাগলেন। আমি অনেকক্ষণ ধরে শুনলাম তার কান্না। তারপর একসময় ফোনের লাইনটা কেটে গেলো।

সে রাতে ঘুম হল না আমার। অদ্ভুত এক অস্থিরতা আর অপরাধবোধ কাজ করছিলো আমার মধ্যে। আজ এত বছর পর আমার মনে হচ্ছে এক ব্যাগ অতিরিক্ত রক্ত নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, যে রক্তটা আমার নিজের নয়। এই রক্তটা আমার শরীর থেকে বের করে ফেলা উচিত, নইলে রক্তের ঋণ থেকে আমি মুক্ত হতে পারবো না। আমার এক বন্ধু আছে, যে নিয়মিত রক্ত ডোনেট করে। পরদিন সকালে ওকে ফোন করে বললাম, তুই অনেকবার আমাকে বলেছিস রক্ত দিতে কিন্তু আমি দেইনি। এখন আমি রক্ত দিতে চাই, তুই তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর॥

কবিতার পাতা

বড়দিন!

রডনী আন্তনী কস্তা (ডলার)

বাইরেই শুধু আমাদের এই সৌন্দর্য
বিচিত্র বাহারের যত আলোকসজ্জা,
ভিতরে-ভিতরে আমরা অন্ধকারেই আবদ্ধ
ভণ্ডামিতে ভরে গেছে আমাদের অস্থিমজ্জা।

ধর্ম পালন বদলে গেছে এখন
প্রতিযোগিতায়
মাথাচারা দিয়ে বেড়ে উঠছে অহংকার,
ভালোবাসা কমে গেছে হিংসা-বিদ্বেষের ভীড়ে
নিজ হাতে করছি আমরা ধর্মের সংহার।

প্রতিনিয়ত ধিক্কার জানাই আমি নিজেকে
লোক দেখানো ধর্মের আমরা এখন ভক্ত,
স্বার্থপরতা বয়ে চলছে শরীরের শিরা-
উপশিরায়
আমরা হারিয়ে ফেলছি মানবতা ও মনুষ্যত্ব।

আস্তে-আস্তে আমরা সবাই যাচ্ছি ভুলে
ঈশ্বরপুত্র আমাদের তরেই হলেন মানুষ,
বিভিন্ন উৎসবে মেতে উঠি সব ফেলে
কিন্তু তারই আদেশ পালনে নেই কোন হুঁশ।

হিংসা-বিদ্বেষ সমাজ থেকে যখন হবে বিলীন
হতাশার আলো নিভে তখন হবে মলিন,
এই পৃথিবীতে তখন প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই
নির্দ্বিধায় হয়ে উঠবে শুভ বড়দিন॥

জন্ম উৎসব

অরুন ভি. গমেজ

শিশিরে সিক্ত হিমেল শীতের
নিঝুম অন্ধকার শীতের রাতে
বেথলেহেমের গোশালাতে জন্ম নিলো একটি শিশু,
সে যে আর কেহ নয়, সে যে
মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা খ্রিস্টারাজা যিশু।
যিশুর আগমনে খুশীর মধুর ধ্বনী
পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে,
তাইতো উজ্জ্বল নক্ষত্র হাসছে
ওই বেথলেহেমের আকাশে।
মানবের মুক্তির পথ খুলে দিতে
মুক্তিদাতা জন্ম নিলো জীর্ণ গোশালাতে
শিশু যিশুর আগমনে পণ্ডিতেরা
রওনা হলো বেথলেহেমে খ্রিস্টরাজাকে
প্রণাম দিতে।
আজ ২৫ ডিসেম্বর ত্রাণকর্তার
জন্ম উৎসব শুভদিন,
খ্রিস্টভক্তদের মহানন্দের দিন
খুশীর দিন বড়দিন।
এসো ভাই এসো বন্ধুগণ
মোরা হাতে হাত ধরি,
মনের দুঃখ কালিমা ভুলে
এক শান্তির জন্মোৎসব বড়দিন করি॥

শিশু যিশুর জন্মদিন

চন্দ্র মাইকেল মণ্ডল

পুরান দিনের স্মৃতিতে যদি ফিরতে আমি চাই
তোমার জন্মের বারতা হৃদয়ে আমার আনন্দ
যোগায়।
জন্ম তোমার দীনবেশে, ছোট্ট গোশালায়
পাপী অধম আমি, নেই কিছু দেওয়ার ওগো
দয়াময়
তোমার আগমন আমরা করছি উদ্‌যাপন
খ্রিস্টযাগের পাঠগুলো আজ করিয়ে দিচ্ছে
তোমার আগমনের স্মরণ
তুমি জন্মেছো বলে ফুটেছে বহু ফুল বনে,
আমরা মেতেছি তাই সুমধুর গানে।
চল যায় বেথলেহেমের আনন্দ জয়ধ্বনী করে
যেথায় আমার মুক্তিদাতা জন্মেছে ঘটা করে।
পাপ কালিমার ক্ষমা চেয়ে
হৃদয়ের দরজা, খুলে দিয়ে
এসো শিশু যিশুকে বরণ করি,
তার এই মধুর জন্মদিনে॥

বড়দিন প্রভুর জন্মদিন

মেরিনা মেঘা কাম্পু

শীতের কুয়াশার নিঝুম রাতে
জন্মিলেন যিশু বেথলেহেম গোশালাতে
এসেছেন তিনি হতে মোদের ত্রাণকর্তা
যেন পাই খুঁজে মোরা মুক্তির বার্তা
অন্ধকার পৃথিবী তাই হলো আলোকিত
মুক্তিদাতার এই আগমনে
সেই আনন্দ তাই স্বর্গদূতেরা গায়।
দূর আকাশের ঐ গগনে।
পণ্ডিতেরা যায় ওই গোশালায়
পুঁজিতে প্রভুকে জয়গানে
রাখালেরাও হায়, প্রভুর দেখা পায়
ছুটে যায় আনন্দিত প্রাণে।
সবাই মিলে করি একটা শপথ আজ
জীবন মোদের বিলিয়ে দেব ধরতে তাঁর কাজ
একসাথে করি পালন প্রভুর জন্মদিন
মধুর হোক সবাই এই শুভ বড়দিন।

করোনাভাইরাস

আরমান খোকন কাম্পু

চীন দেশে উহান শহরে
তার নাকি জন্ম,
সবার মুখে একটি নাম
করোনাভাইরাস
সে ওলট-পালট করল সব
বিশ্বে আনল ত্রাস।
মানুষের জীবন নেওয়াই
তার নাকি কর্ম
নেই তার হাত পা
নেই তার দেহ
তবুও তাকে ধ্বংস করতে
পারছে নাতো কেহ।
মানুষের দেহে বাসা বেঁধে
থাকে সে গোপনে
কুঁড়ে-কুঁড়ে খায় দেহখানি
জীবন শেষ হয় মরণে।
এত ক্ষুদ্র ভাইরাস সে
কি যে তার শক্তি
যে পড়েছে তার খপ্পরে
তার যে নাই মুক্তি॥

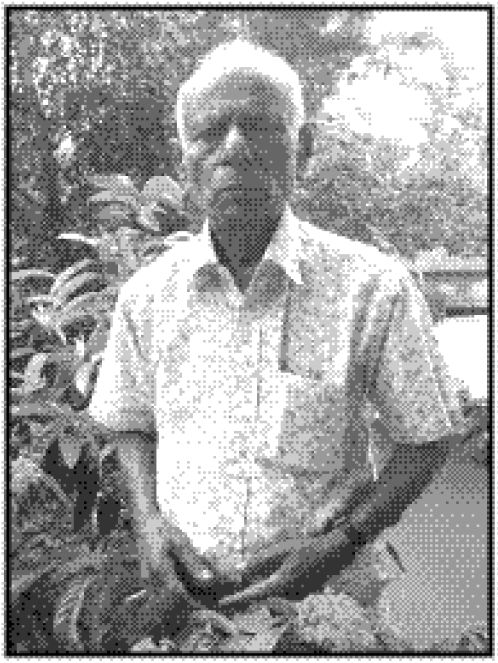

স্বর্গীয় আন্দ্রীয় ঢালী

জন্ম: ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
আলেকান্দা আমবাগান, কাথলিক পাড়া
বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী।

পৃথিবীতে সব কিছু শেষ হয়
বসন্ত গানে মুকুলিত প্রাণ ক্ষনকাল রয়
তারপর স্মৃতিটুকু ব্যথাময় ॥

'জন্মিলে মরিতে হইবে' এই চিরন্তন সত্য উপলব্ধি করে গত ২ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আমাদের বাবা সবার প্রিয় আন্দ্রীয় ঢালী ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে কাথলিক পাড়ার নিজ বাসায় অবস্থানরত অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ হৃদরোগে ভুগছিলেন।

তিনি ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বামরাইল শাহজিরা গ্রামের (গৌরনদী ধর্মপল্লী) ঢালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কৈশোর কাটে নারিকেলবাড়ি হোস্টেলে এবং বাকেরগঞ্জ পাদ্রীশিবপুর হোস্টেল থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ম্যাট্রিক (SSC) পাশ করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি Phocurment service (কটির বস্ত্র) এর সাথে যুক্ত হয়ে তৎকালীন চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের তত্ত্বাবধানে বরিশালের সকল প্যারিশে ১৯৬২-২০০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন। বরিশাল ক্রেডিট ইউনিয়নের সাথে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি সুপারভাইসার কমিটি - ক্রেডিট কমিটি হিসেবে ছিলেন। ১৯৮৬-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানে সহকারী ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন। অতপর তিনি ১৯৯১-২০০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বরিশাল ক্রেডিট ইউনিয়নের ম্যানেজার পদে নিষ্ঠা ও ন্যায়ের সহিত দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে সম্মানের সহিত অবসর গ্রহণ করেন। বরিশাল ক্রেডিট ইউনিয়ন ছাড়াও তিনি বহুমুখী মিত্রী সমিতি এবং বরিশাল সংলগ্ন অন্যান্য কয়েকটি সমিতির সাথে হিসাবসংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা করেন। তিনি জীবনে নিজের কর্মকে ধর্ম মনে করতেন। তিনি ছিলেন সর্বজনবিদিত অত্যন্ত সদালাপী, নম্র, ভদ্র, পরোপকারী, ধর্মভীরু প্রকৃতির মানুষ। জমিজমা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি মানুষকে পরামর্শও দিয়েছেন।

তিনি পরিবারে ছিলেন একজন আদর্শবান পিতা। তিনি তাঁর ছেলে-মেয়ে, ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনি সকলকে পরম স্নেহ ও ভালোবাসতেন। তাঁর কাছে দুর-দুরান্ত থেকে যে যখনই আসুক না কেন, তাদের যত্নের একটুকুও ঘাটতি রাখেননি কখনো। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন তাঁর বর্তমান স্ত্রী ফিলুমিনা ঢালীকে এবং দুই ছেলে এবং পুত্রবধু, তিন মেয়ে এবং মেয়ে জামাই ও সাতজন নাতি-নাতনি, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ। তিনি প্রতি রবিবার গির্জায় যেতেন এবং সন্ধ্যাবেলা পরিবারের সাথে রোজারীমালা প্রার্থনা করতেন। তিনি গত ২৯ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অন্তিমলেপন ও খ্রিস্টপ্রসাদ পেয়েছিলেন। ২ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বুধবার ভোর রাত ৩টা ৪৫ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পরম করুণাময় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান।

আজ আন্দ্রীয় ঢালীর পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাভরে পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, ফাদার, সিস্টার, ক্যাটেখিস্ট, দেশ বিদেশের সকল মানুষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে যারা বাবার অসুস্থতার সময়ে বাবাকে দেখতে এসেছেন, সহযোগিতা করেছেন, দূরে থেকেও বাবার খোঁজ নিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন ও বাবার জন্যে প্রার্থনা করেছেন। বহুমুখী মিত্রী সমিতির সকলকে তাদের সহযোগিতার জন্যে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আপনারা সকলে আমাদের বাবা আন্দ্রীয় ঢালীর জন্যে প্রার্থনা করবেন যেন তাঁর আত্মা স্বর্গে পরম করুণাময়ী পিতা ঈশ্বরের চরণতলে ঠাঁই পায় এবং স্বর্গে চিরশান্তি লাভ করেন।

বাবা তুমি আমাদের জন্য প্রভু ঈশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা করো যেন আমরা সবাই মিলে-মিশে তোমার রেখে যাওয়া আদর্শগুলো বাস্তবায়নে সফল হতে পারি। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমার আত্মার চির কল্যাণ করুন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

স্ত্রী: ফিলুমিনা ঢালী
ছেলে-ছেলে বউ: আলেকজান্ডার ঢালী - জুলিয়েট ঢালী, টিপু ঢালী - লাক্ষী ঢালী
মেয়ে-মেয়ে জামাই: জেসমিন ঢালী - বাবুল রায়, হ্যাপী ঢালী - পরেশ অঞ্জন গোমেজ, শিপরা ঢালী - মৃত উজ্জ্বল বিশ্বাস
নাতি-নাতনি: অয়ন - এনি, পর্শিয়া - প্যারিসা, কনিকা - তনু, অংকন

দিদির কলসীর জল
কাশীনগর বড় পুকুর।
দক্ষিণ তীরে ঠাকুরদা জুমা প্রামাণিকের তৈরি পাকা সিড়ি।
মলিন কাদা লাগিবে কেন পায়ে?

হয়তো মানুষ নয়
হয়তো শঙ্খচিল শালিকের বেশে
এই কার্তিকের নবান্নের দেশে।

★——★——★——★——★——★——★——★

নববর্ষে মিনতি রাখি সুপ্রভাতে
বিধাতে মোদের দেশী থাকে যেন দুধে-ভাতে।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ রাজশাহী অঞ্চলের অধীনে কারিতাস মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম (সিএমএফপি)-এর জন্য নিম্নোলিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরির জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) পদের নামঃ ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি), (পুরুষ/মহিলা) **বয়স :** ২৫-৩৫ বছর (৩১/১২/২০২০ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। *বেতনঃ* শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার পে-স্কেল অনুযায়ী বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেলথ্ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দুটি উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে। অফিস মেসে খাবার ও ব্যাচেলরদের অফিসের আবাসিক কক্ষে থাকার সুবিধা আছে।	• ন্যূনতম এইচএসসি পাশ, তবে স্নাতক পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • আদর্শবান ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে। • তাৎক্ষণিকভাবে নিয়োগ করা হবে এবং মেধার ক্রমানুসারে প্যানেলভুক্ত করে রাখা হবে এবং পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। • কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের শর্তাবলী

১.ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম গ) মাতার নাম ঘ) স্বামী/স্ত্রীর নাম ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) শিক্ষাগত যোগ্যতা জ) জন্ম তারিখ ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) মোবাইল নম্বর ঠ) দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা (মোবাইল ফোন নম্বরসহ) এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে আবেদন করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, চাকুরীর অভিজ্ঞতা সনদপত্রের ফটোকপি (যদি থাকে) ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র সংযোজন করে আবেদন করতে হবে।

৪. নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গিকার প্রদান করতে হবে।

৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ৩ (তিন) মাস বাড়ানো যাবে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে।

৬. নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য এবং সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে।

৭. আগ্রহী প্রার্থীকে গ্রামে-গঞ্জে অবস্থান করে দরিদ্র জনগণের সাথে কাজ করতে হবে। সাইকেল চালানো বাধ্যতামূলক। ধূমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

৮. কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত (Short-listed) প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৯. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ সংশ্লিষ্ট পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পূর্বে যারা প্যানেলভুক্ত হয়েছেন কিন্তু কাজে যোগদান করেননি বা পূর্বে চাকুরীচ্যুত বা অব্যাহতি নিয়েছেন তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।

১০. আবেদনপত্র আগামী ০৭/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

১১. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১৩. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্তবয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যেকোন ধরনেরক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষনমূলক কর্মকা- সংঘটিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূন্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভুক্ত হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল, মহিষবাথান পোষ্ট বক্স নং ১৯, রাজশাহী ৬০০০।

নিবেদিত চিরকুমারী সংঘের কথা

The Order of Consecrated Vingins Living in the World)

নিবেদিত কুমারী জীবন একটি জীবন আহ্বান। খ্রিস্টমণ্ডলীতে অতি প্রাচীন আহ্বান–ইতিহাসে দেখা যায়, প্রথম শতাব্দীগুলো থেকেই কিছু-কিছু নারী "নিবেদন রীতি অনুসারে ধর্মপালের (বিশপ) হাত দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের নিবেদন করেছেন। এমন কুমারীদের বেশিরভাগই পরিবারে থেকে বিভিন্ন সেবাকাজে ও প্রার্থনায় জীবন কাটিয়েছেন। সুতরাং এটা একটি জীবন অবস্থাও বটে। খ্রিস্টমণ্ডলীর সেই নির্যাতন-উত্তরকাল থেকেই চিরকুমারী জীবন একটি জীবন অবস্থারূপে স্বীকৃত। নানাবিধ কারণে দ্বিতীয় লাতেরান মহাসভা (১১৩৯ খ্রিস্টাব্দ) এই নিবেদন রীতি উঠিয়ে দেয় তবে, ইতিহাসে যত বাঁধা-বিপত্তি থাক না কেন– দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা, পুণ্য উপাসনা সংবিধান পুনসংস্কার কর্মে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে তারিখে 'কুমারী নিবেদন রীতি'টি সম্মানের সাথে আবার ফিরিয়ে আনে *(cf. Decree of the Congregation for the Divine cult)*। এতে রয়েছে পুণ্যপিতা ৬ষ্ঠ পলের অবদান এবং মণ্ডলীর নতুন আইন সংহিতা বলে, এই চিরকুমারীরা নিবেদিত জীবনের অর্ন্তভুক্ত *(দেখুন – আইন সংহিতা ৬০৪, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ)*।

"নিবেদিত কুমারী জীবনও অন্যসব *(খ্রিস্টমণ্ডলীর আইন সংহিতায় বর্ণিত)* নিবেদিত জীবনের অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে তাদের সঙ্কল্পের মাধ্যমে কুমারীগণ ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত, খ্রিস্টের ভার্যা, এবং মণ্ডলীর সেবাদাসী – যখন উপাসনা রীতি অনুসারে তারা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপালের হাত দিয়ে নিবেদিত হোন" *(আইন সংহিতা ৬০৪)*।

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের তৎকালীন বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এর হাত দিয়ে চির-কুমারীত্বর সংকল্প গ্রহণ করছেন: পারুল ডরথী হালদার ওসিভি এবং আভা মার্থা বৈরাগী ওসিভি (২৩ এপ্রিল, ১৯৯৮)

কুমারীর পরিচয় কি?

কাজেই দেখা যাচ্ছে, নিবেদিত কুমারী জীবনধারায়

–মণ্ডলী ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠাতা/প্রতিষ্ঠাত্রী নেই–যে মণ্ডলী মা মারীয়ার রহস্যে তার অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

এই আহ্বান তাই সকল মাণ্ডলীক প্রতিষ্ঠানের আগে।

–অন্যান্য ধর্ম সংঘের সঙ্গে তুলনায় 'নিবেদিত কুমারী ধারার' কোন নিয়মাবলী *(Rules)* নেই, কোন প্রাতিষ্ঠানিক সংবিধান *(Constitution)* নেই, সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-যাপনের কোন কাঠামো *(Structure)* নেই।

–কুমারীরা জগতের পরিবেশে অথচ জাগতিকতায় ডুবে না গিয়ে সেখানে (পরিবারে, এককভাবে...) জীবন-যাপন করেন এবং দিনের আহার যোগাড়ে কর্মসংস্থান বা উপার্জন করতে তারা স্বাধীন।

– নিবেদিত চিরকুমারীরা সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাস জীবন *(Religious Congregation)*, প্রৈরিতিক সমাজ জীবন *(Apostolic Life)*, এমনকি নিরাশ্রমী প্রতিষ্ঠানের *(Secular Institute)* আওতাভুক্ত নয়।

–মণ্ডলীর আইন সংহিতার বর্ণনাই তাদের পরিচয়। # ৬০৪ এর ব্যাখ্যানুসারে তারা

১) ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত ২) ঈশ্বর পুত্রের ভার্যা ৩) খ্রিস্টমণ্ডলীর সেবাকাজে উৎসর্গীকৃত।

(২ করিন্থীয় ১১:২)। একজন নিবেদিত কুমারীর কাছে খ্রিস্টই সব কিছু– পতি, ভাই, বন্ধু, উত্তরাধিকার, সকল পাওয়া, তিনি ঈশ্বর ও প্রভু' *(Regula Sancti Leandri, Introd.)*।

ক্যারিজম: ঐশবাণী সেবা

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে নিবেদিত কুমারী

২০১৬ খ্রিস্টবর্ষের রেকর্ড অনুসারে পৃথিবীর ৭৮টি দেশে এই কুমারী সংঘ রয়েছে। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে নিবেদিত কুমারী-সংঘ শুরু হয় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে। মণ্ডলীর আইন সংহিতা ৬০৪#২ ধারা অনুসারে অর্থাৎ এসোসিয়েশনরূপে এই সংঘ গড়ে ওঠে বেড়ে উঠছে। মাত্র এসোসিয়েশন বুঝাতে, নাম : 'ঐশবাণী বন্ধু এসোসিয়েশন' *(Friends of the Word Association)*। সদস্যাদের মধ্যে বর্তমানে বরিশাল ধর্মপ্রদেশে–৩ জন, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে – ৪ জন, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে–১ জন এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে–৩ জন, মোট ১১জন নিবেদিত কুমারী রয়েছেন। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আরও তিনজন সদস্যা এবং ঢাকার একজন সদস্যা মৃত্যুবরণ করেছেন (তাদের চিরশান্তি হোক)।

চির কুমারীত্বের সঙ্কল্প গ্রহণ করে ক্ষুদ্র এই নিবেদিত দল জগতে থেকে অথচ জগতে মিশে না গিয়ে ধর্মশিক্ষাদানে, শিক্ষকতায়, ঐশবাণী ঘোষণায়, ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল সেবাকাজে, বেথানী আশ্রম সেবাকাজে, বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন কমিশনের আওতায় সেবাদান করে যাচ্ছে।

আপনি কি যিশুর জন্য চিরকুমারীত্বের সংকল্প গ্রহণ করে নিবেদিত জীবনে সাড়া দিতে চান?

ডোরা ডি' রোজারিও
যোগাযোগ নম্বর : ০১৭১৫৮৪০৯৮৩

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

করোনাকালে প্রকৃতি ও মানবপ্রেমী পোপ ফ্রান্সিসের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

২০২০ খ্রিস্টাব্দ জুড়েই সারাবিশ্বে করোনার ভয়াল থাবা। সকলেই স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে একটু দূরে। পোপ ফ্রান্সিসও সকলের সাথে একাত্ম হয়ে তা মোকাবেলা করতে বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সম্ভবপর সহায়তাও দান করেছেন। স্বাভাবিক ধারাতে তিনি যেমনি সারাবিশ্বে ছুটে বেড়ান বা ভাতিকান সিটিতে হাজার-হাজার মানুষকে প্রতিনিয়ত সাক্ষাৎ দেন; এবছর তা হয়ে ওঠেনি। ফেব্রুয়ারিতে ইতালির দক্ষিণাঞ্চল বারিতে পালকীয় সফরে যান আর বাকিটা সময় ও ভাতিকানে থেকেই তাঁর কাজ চালিয়ে যান।

গত ১৭ ডিসেম্বর পোপ ফ্রান্সিসের ৮৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। এর ৪দিন পরে অর্থাৎ ২১ ডিসেম্বর তাঁর পোপীয় শাসনামলের অষ্টম বছরে তিনি রোমান কুরিয়াকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানান। পোপের দায়িত্বে (২০১৩) আসীন হবার পরপরই পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বন্ধুদের বলেছিলেন, তাঁর পোপীয় শাসনকাল খুব স্বল্প সময়ের হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। পোপ মহোদয়ের ঘনিষ্ঠজনেরা বলছেন, তাঁর স্বাস্থ্য ভালো আছে। এ বছরের শুরুতে অনেক মিডিয়াই পোপ মহোদয় সম্ভবত করোনায় আক্রান্ত বলে খবর প্রচার করে। পরবর্তীতে যা ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এই করোনাভাবেও পোপ মহোদয় বিশ্বব্যাপী তাঁর নৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন যথাযথভাবে। বিশেষভাবে মণ্ডলীতে নবায়ন ও মিশনারী উদ্যম আনয়নে। যে ৭টি উপায়ে তিনি তা অব্যাহত রেখেছেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:-

১। যন্ত্রণাকাতর পৃথিবীর জন্য আশার চিহ্ন: গত ২৭ মার্চ যখন ইতালিতে করোনা আক্রান্তের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তখন পোপ মহোদয় সেন্ট পিটারর্স বাসিলিকার সামনে হালকা বৃষ্টিঝরা এক অন্ধকার সন্ধ্যায় একাকি দাঁড়িয়ে ছিলেন বিশ্ববাসীকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যে, 'একাকি কেউ নিরাপদ নয়'। একই সাথে বলেন, এ কঠিন সময়ে যিশু আমাদের সাথে যেমনটি ভীষণ ঝড়ে তিনি শিষ্যদের সাথে ছিলেন। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর উপদেশবাণী ও আচার-আচরণের মধ্যদিয়ে এই যন্ত্রণাকাতর পৃথিবীর অগণিত মানুষকে সান্ত্বনা ও আশা দান করেছেন। শুধুমাত্র কাথলিকদের নয়, সকল মানুষের জন্যেই তিনি প্রতিদিন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন, ইতালিয়ান টেলিভিশনে সরাসরি খ্রিস্টযাগে অংশ নিয়েছেন, বিশ্বের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীসমূহকে পরিস্থিতি বুঝে সরাসরি খ্রিস্টযাগে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছেন এবং সর্বোপরি মানুষের কাছে থাকতে বলেছেন সম্ভবপর উপায়ে। ভাতিকানকে বলেছেন স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী চীনের উহানে ও দরিদ্র দেশগুলোতে প্রেরণ করতে। বাংলাদেশ মণ্ডলীও সেই সহায়তা পেয়েছে। তিনি ধর্মীয় নেতৃবর্গকে করোনা ফাণ্ডে সহায়তা করতেও উদ্বুদ্ধ করেছেন।

২। রোমান কুরিয়ার সংস্কার সাধন: পোপ ফ্রান্সিসের দিক-নির্দেশনায় 'বাণী প্রচার'কে ভিত্তি করে রোমান কুরিয়ার নতুন সংবিধান প্রায় চূড়ান্ত। উল্লেখ্য পোপ সিক্সতুসের পর (১৫৮৮) পোপ ফ্রান্সিস চতুর্থ পোপ যিনি এই সংস্কার কাজে জোর দিয়েছেন। আগামী বছর এই সংবিধান প্রকাশ করার আশা করছেন পোপ ফ্রান্সিস।

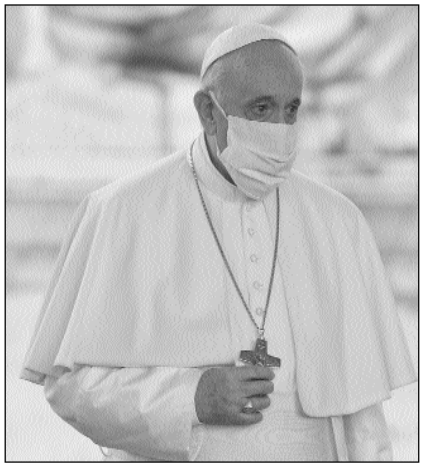

তবে ইতোমধ্যে এই পরিবর্তনের কিছুটা ছোঁয়া কাথলিক মণ্ডলী বুঝতে পারছে ফিলিপাইনের কার্ডিনাল তাগলের বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রিফেক্টের দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে।

৩। মণ্ডলীর শিক্ষা সংক্রান্ত দুটি পাঠ্য এবং একটি বই প্রকাশ: ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় দুটি ধর্মশিক্ষার পাঠ্য প্রকাশ করেছেন। প্রথমটি Querida Amazonia/Beloved Amazon/প্রিয় আমাজন, যা প্যান-আমাজন অঞ্চলের বিশপদের সিনড শেষ হবার পরে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ করা হয়। প্রৈরিতিক এই প্রেরণাপত্র সৃজনশীলভাবে মিশনারী হবার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে আদিবাসীদের যত্নদান ও খ্রিস্টভক্তদের নেতৃত্ব বিষয়ে জোর দিয়েছে।

পুণ্যপিতা গত ৪ অক্টোবর 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি বা সকল ভাইবোন' সর্বজনীন পত্রটি প্রকাশ করেছেন। এই পত্রে তিনি বিশ্বের সকল জাতির, সকল ধর্মের ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের ডাক দিয়েছেন। ফ্রাতেল্লি তুত্তি পাঠ করলে বুঝা যাবে, পৃথিবীতে কেন এত অন্যায়, অত্যাচার, বৈষম্য, শোষণ ও সামাজিক বিভেদ। পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, এসকল অন্যায়-অবিচার আর বৈষম্য ধর্মবিশ্বাস ও ভালোবাসা দিয়েই দূর করা সম্ভব। এই সর্বজনীন পত্রে ১ম যে চ্যালেঞ্জটি তুলে ধরা হয়েছে তা হলো- 'দরিদ্র মানুষ এবং তাদের প্রতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব। দরিদ্রদের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজ যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পোষণ করে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য ও শোষণ রয়েছে তা দূর করা জরুরী।

পোপ ফ্রান্সিস করোনাভাইরাস মহামারীর কিছুটা অবসর যাপনের মধ্যে একটি বই লিখেছেন, যে বইটি সম্প্রতি Let Us Dream বা এসো স্বপ্ন দেখি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে পোপ মহোদয় কীসের স্বপ্ন দেখতে বলেছেন? তিনি শুরুতে উল্লেখ করেছেন, 'একটা সুন্দর ভবিষ্যত পথের স্বপ্ন দেখতে হবে'।

৪। আর্থিক স্ক্যাণ্ডাল ও যাজক কর্তৃক শিশুদের যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত স্ক্যাণ্ডাল: করোনা মহামারীর মতো উক্ত দুটি বিষয়ও পোপ ফ্রান্সিসের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জের। এই দুই ইস্যুতেই তিনি সংগ্রাম করেছেন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ভাতিকান কর্তৃপক্ষকে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। ভাতিকানের ৫জন কর্মীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু হয় এবং শেষে কার্ডিনাল আঞ্জেলো বাচোর অপসারণও ঘটে। আর্থিক ও সেক্স স্ক্যাণ্ডালের সাথে তিনি আপোসহীন।

৫। খ্রিস্টভক্তদের মধ্যকার নারীদের ক্ষমতাবান করা: পোপ ফ্রান্সিস বিশ্বাস করেন খ্রিস্টভক্তগণ বিশেষ করে নারীরা মণ্ডলীর বিভিন্ন সিদ্ধান্তমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে যেগুলোতে যাজকত্ব আবশ্যিক নয়। জানুয়ারির ১৫ তারিখে তিনি ফ্রান্সেসকা দি যোভান্নীকে ভাতিকান স্টেটের উপ-সচিবের দায়িত্ব দান করেন। যা ভাতিকানের ইতিহাসে প্রথম। আগস্ট মাসে ভাতিকানের অর্থ কাউন্সিলে আরো ৬জন নারীকে নিয়োগ দেন তিনি। এভাবে তিনি নারীদেরকে যথার্থ ক্ষমতায়নের পথ উন্মুক্তকরণের পক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সামনের দিনগুলিতে: ২০২০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে পোপ ফ্রান্সিস পরিকল্পনা করেছিলেন বিভিন্ন দেশে পালকীয় প্রৈরিতিক সফরে যেতে। যার মধ্যে ছিল ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব তিমুর, সিঙ্গাপুর ও পাপুয়া নিউগিনি। করোনাভাইরাসের কারণে তা সম্ভবপর হয়নি। তবে ভাতিকান আশা করছে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ৫-৮ মার্চ তিনি ইরাকে যাবেন। করোনাভাইরাস দূরীভূত হোক এবং শিঘ্রই স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসুক। যার জন্য পোপ ফ্রান্সিস অনবরত প্রার্থনা করছেন ও সকলকে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করছেন॥

- তথ্যসূত্র : news.va

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] info@cccul.com, [illegible] cccul.com
[illegible] dcnewsbd.com, [illegible] dcvbd.com, [illegible] facebook.com/dhakacredit

৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখ : ০৮ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ, শুক্রবার
সময় : সকাল ১০ঃ ৩০ মিনিট
স্থান : বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

এতদ্বারা দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৮ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অত্র সমিতির ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (স্বাস্থ্যবিধি মেনে) অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৯টা হতে শুরু হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয়পত্র এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্যে সকল সদস্যকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সাধারণ সভার কর্মসূচি:		সময়
০১।	(ক) উপস্থিতি গণনা	১৫ মিনিট
	(খ) আসন গ্রহণ	
	(গ) জাতীয়, সমবায় ও সমিতির পতাকা উত্তোলন (জাতীয় ও সমবায় সংগীত পরিবেশন)	
	(ঘ) পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও প্রার্থনা	
০২।	মৃত সদস্যদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নিরবতা পালন	১০ মিনিট
০৩।	প্রেসিডেন্টের স্বাগত ভাষণ	১৫ মিনিট
০৪।	অতিথিদের বক্তব্য	৩০ মিনিট
০৫।	৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন	৩০ মিনিট
০৬।	ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন	৪০ মিনিট
০৭।	বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন	৪৫ মিনিট
০৮।	(ক) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন	১০ মিনিট
	(খ) প্রস্তাবিত আয় বণ্টন হিসাব উপস্থাপন ও লভ্যাংশ ঘোষণা	১০ মিনিট
০৯।	প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন	২০ মিনিট
১০।	ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন	১৫ মিনিট
১১।	সুপারভাইজরি কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন	১৫ মিনিট
১২।	নতুন প্রস্তাবনা পেশ ও অনুমোদন	১০ মিনিট
১৩।	উপ-আইন সংশোধনী পেশ ও অনুমোদন	১০ মিনিট
১৪।	বিবিধ	৩০ মিনিট
১৫।	ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা	১০ মিনিট

উল্লিখিত দিনে সকাল ৯টা হতে ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সম্মানিত সকল সদস্যকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে–

পংকজ গিলবার্ট কস্তা
প্রেসিডেন্ট
সিসিসিইউলি:,ঢাকা।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
সিসিসিইউলি:,ঢাকা।

তারিখ : ২০-১২-২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

(ক) সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধনী-২০১৩)-এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোনো সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোনো প্রকার দেনাদি হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(খ) পরিচয়পত্র/ভবিষ্যৎ পাশ বই ব্যতীত কোনো সদস্যকে রেজিস্ট্রেশন/খাদ্য কুপন সরবরাহ করা হবে না।

(গ) সকাল ৯টা থেকে ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(ঘ) ৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা যাবে।

অনুলিপি:

১। যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা, ঢাকা।
৩। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কর্মকর্তা, তেজগাঁও, ঢাকা।

'কর্মসংস্থান আমাদের লক্ষ্য, আত্মনির্ভরশীল সমাজ আমাদের স্বপ্ন'

শুভ বড়দিন ও খ্রিস্টীয় নববর্ষ-২০২১ উপলক্ষে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর পরিচালকমণ্ডলী, ক্রেডিট ও সুপারভাইজরি কমিটি এবং কর্মীবৃন্দের পক্ষ থেকে সম্মানিত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বড়দিন ও নববর্ষ- ২০২১ আপনার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

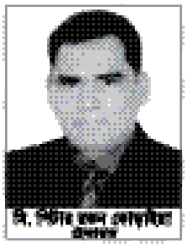

পরিচালকমণ্ডলী (কার্যকাল ২০১৯-২০২২)

ক্রেডিট কমিটি

সুপারভাইজরি কমিটি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
স্থাপিত : ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজি: নং ৪২/১৯৫৮, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০৯৬৭৮৭৭১২৭০ ঋণ সংক্রান্ত হট নাম্বার: ০১৭০৯৮১৫৫০৬, এটিএম সংক্রান্ত হট নাম্বার: ০১৭০৯৮১৫৫০০
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১৩০০৭৯, ই-মেইল: info@cccul.com, ওয়েব সাইট: cccul.com
অনলাইন নিউজ : dcnewsbd.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com, ফেসবুক : facebook.com/dhakacredit

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু
পরিচালক ও সম্পাদক

হিসাব বিভাগ

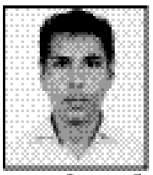

জনসন ডি. রোজারিও
হিসাব রক্ষক

অমিত রোজারিও
সহকারী হিসাব রক্ষক

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

জ্যাকিন গোমেজ
সম্পাদনা সহযোগী

জাসিন্তা আরেং
সম্পাদনা সহযোগী (অনলাইন)

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সার্কুলেশন ইনচার্জ

পিটার ইসাহাক [illegible]
সার্কুলেশন সহকারী

প্রতিবেশী প্রকাশনী

অনুকুল রোজারিও
সেলস্ এক্সিকিউটিভ

পরেশ রোজারিও
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

বিনয় কস্তা
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

টমাস কোড়াইয়া
সেলস্ এসিস্ট্যান্ট

বাণীদীপ্তি

সিস্টার [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

রাফায়েল তপন গমেজ
[illegible]

[illegible]
[illegible]

সুনীল পেরেরা
[illegible]

জেরী প্রিন্টিং

অজয় পিটার কস্তা
ব্যবস্থাপক

দীপক [illegible] গমেজ
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

মিতালি রোজারিও
কম্পিউটার অপারেটর

[illegible] গমেজ
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

[illegible]
সহযোগী

ফারুক মিয়া
মেশিনম্যান

মনিক রোজারিও
মেশিনম্যান

শহীদুল
মেশিনম্যান

আবুল খালেক
বাইন্ডার

সুশীল মুরারক
বাবুর্চি

পরিমল টুডু
নিরাপত্তা প্রহরী

পলিনুস কেরকেটা
নিরাপত্তা প্রহরী

লিপি আক্তার
(আয়া)

বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘ সময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষক দল অব্যহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যাকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক
কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৩৯৬২৫
www.caritascdi.org

ফাদার বেনেডিক্ট এম কস্তা সিএসসি'র স্মরণে

ফাদার বেনেডিক্ট এম কস্তা সিএসসি
জন্ম : ১৬ জুন, ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
যাজকাভিষেক : ১৯ নভেম্বর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
(পুণ্যপিতা পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক)
মৃত্যু : ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
ছোট সাতানীপাড়া (ভাওয়াইল্লা বাড়ি), রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

দিন পেরিয়ে বছর গড়িয়ে আজ কতগুলো বছর চলে গেল তুমি এ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিলে। তোমার চিরবিদায়টা যে আমাদের কাছে ছিল এক হৃদয়বিদারক। ঘাতক ট্রাক কেড়ে নিয়ে গেল তোমার প্রাণ, এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু আমরা কখনও আশা করিনি। তোমার জীবন ক্ষণকাল হলেও তুমি মানুষের হৃদয়ে গেঁথে রেখে গেছ অমলিন স্মৃতি। যে স্মৃতি আজও স্মরণ করে দেয় তোমার প্রতিটি কাজ, কথা ও তোমার উদ্যমতা। যিশুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রৈরিতিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, নিজে শিক্ষিত হয়ে মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে নতুন উদ্যোমে তুমি এগিয়ে যাচ্ছিলে নটর ডেম কলেজের আঙ্গিণায়। সেদিনের দুর্ঘটনায় তোমার পথচলা থমকে গেল। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তোমাকে কখনও থমকে রাখিনি, রাখেনি যেমন তোমার সকল পদচারণা ক্ষেত্রগুলোর মানুষগুলোও। সকলের স্মরণে আজও তুমি মহিমায়।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রেমময় ঈশ্বর তোমাকে তাঁর স্বর্গীয় বাগানে মহিমান্বিত করে রেখেছেন।

শোকার্তচিত্তে
মা: তেরেজা রোজারিও ও পরিবারবর্গ

রত্নগর্ভা মা যোসফিন কোড়াইয়া

ঠাকু, তুমি ছাড়া কোনদিনই যে **বড়দিন** হয় না। বিশ্বাস করি তুমি আছো শিশু যিশুর সাথে পরম পিতার পাশে।

তোমার আশীর্বাদে আমরা সকলে (বড় বাবা-বড় মায়েরা, বাবা-মা, ছোট কাকা, পিসিমনিরা, দাদা-দিদিরা) যেন একত্রে সুখে থাকি।

শিশু যিশুর জন্মতিথীতে সবার জীবনে আসুক মিলন ও অনাবিল শান্তি। এ শুভ প্রত্যাশায় –

জুয়েল পি. রিবেরু ও লিজা বি. রিবেরু
মেয়ে : প্রিয়ন্তী জে. রিবেরু
রাঙ্গামাটিয়া পূর্বপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায় পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব সবার জীবনে বয়ে আনুক সুখ, শান্তি সমৃদ্ধি ও আনন্দ।
মুছে দিক আমাদের সবার মনের কালিমা।
নববর্ষ বয়ে আনুক অফুরন্ত সম্ভাবনা।

প্রয়াত নিকোলাস গমেজ
জন্ম : ৩ জুলাই, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

শুভ বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

মা : মেরী গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূ : সিজার-অর্পিতা
নাতি-নাতনী : অক্ষর ও আরোহী
ধরেণ্ডা, সাভার, ঢাকা।

Wishing you every happiness that this lovely season can bring and hope that the New Year bring you the best of everything.

Merry Christmas & Happy New year 2021.

Mary Fashion Wear & Asia Apparel Group

Owner : Ceasar Francis Gomes

ASAP
ASIA

Bangladesh Head office :
Road : 32, House : 484 (ground floor)
New DOHS Mohakhali, Dhaka 1206
Bangladesh. Email : francis@maryfashionwear.com
ceasar@asapbd.com
What's up : + 8801817006305
Website : www.maryfashionwear.com and asapbd.com

Reg. Office:
86, Monipuripara (flat B-5)
Tejgaon, Dhaka - 1215
Bangladesh.
Tel : +88-02-8712544, 9894092
Fzx: +88-02-9711831

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন
খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায় পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে সোসাইটির স্বর্ণপদক অর্জন

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

সোসাইটি বিগত ৭ নভেম্বর ২০২০ শনিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় **৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০** -এ **জাতীয় শ্রেষ্ঠ সমবায় পুরস্কার-২০১৯** স্বর্ণপদক অর্জন করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, মহোদয়ের কাছ থেকে সোসাইটির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান মি. আগষ্টিন পিউরী-ফিকেশন উক্ত পুরস্কার স্বর্ণপদক ও সনদপত্র গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে উক্ত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল সমবায় প্রতিষ্ঠানকে অভিনন্দন জানান।

এমন একটি মহান সম্মান ও গৌরব অর্জন করায় সোসাইটির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান **মি. আগষ্টিন পিউরীফিকেশন** এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি, অন্যান্য কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সোসাইটির সকল সদস্য-সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীগণ।

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD
রেজি. নং ২৮২ তাং ৬-৬-৭৮ খ্রীঃ
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯নং তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
+৮৮ ০২ ৫৮১৫০০২৭, +৮৮ ০২ ৫৮১৫০০৫৯ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের চেতনায় পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

The Weekly Pratibeshi ✲ Christmas Issue 2020 ✲ Price Tk. 100 ✲ Regd. No. DA-33

Wishing you every happiness that this lovely season can bring and hope that the New Year bring you the best of everything.

Merry Christmas & Happy New Year -2021

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

William Carey International School (WCIS)

ESTD : 2008

Govt. Reg 23/English

Cambridge Assessment International Education

Cambridge International School

Admission Going On 2020-2021

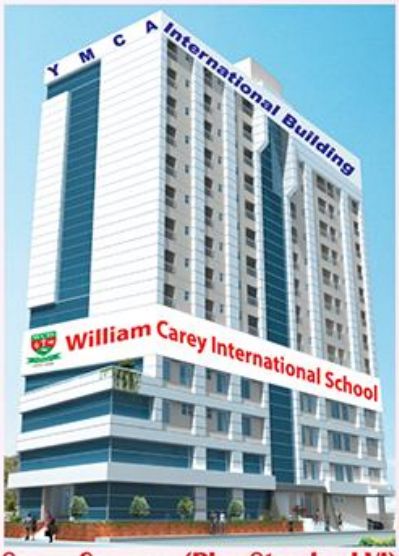

Main Campus (Play-O' Level)
(Session : July 2020 - June 2021)

Savar Campus (Play-Standard-VI)
(Session : July 2020 - June 2021)

Our Facilities

- Air Conditioned Classrooms.
- Secured with CCTV Camera.
- Wide playground and newly constructed school building.
- Use of modern teaching methodology, Computer, Multimedia, Internet etc.

You are welcome to visit the School Campus along with your kids.

- Arrangement of indoor and outdoor games.
- Special Care for slow learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Vehicle available

William Carey International School (WCIS)

(An Exclusive English Medium School)

Savar Campus :
YMCA International Building
B-2, Jaleswar, Roadio Colony Bus Stand
Savar, Dhaka-1343
Cell : +8801709127850, 01709091205
E-mail : wcissavarcampus@gmail.com

Main Campus :
Bangladesh Baptist Church
70-D/1, Indira Road, (West Rajabazar)
Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Tel : +88 02 9112949, 01989283257
Website : www.wcischool.org

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhas Bose Avenue, Luxmibazar Dhaka-1100 Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhas Bose Avenue, Luxmibazar Dhaka-1100
Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, web: www.wklypratibeshi.org